গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে 'বেপরোয়া' বললেন বাইডেন

সারে-জমিন

নকলে বাধা, ভাঙচুর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের!

রূপসী বাংলা

দিল্লিতে '৬০০ বছরের প্রাচীন মসজিদ' ভাঙার নেপথ্যে

সম্পাদকীয়

কলকাতায় মির্জা গালিব

রবি-আসর

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাকি তিন টেস্টের দল ঘোষণা, নেই কোহলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২৬ মাঘ ১৪৩০
২৯ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 40 ■ Daily APONZONE ■ 11 February 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

অসমে বিডিএস-এর চূড়ান্ত বর্ষে প্রথম ফারহিন তাবাসসুম

হাশিম আলি ● ডিব্রুগড়

আপনজন: আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন (সিসিই) ২০২২-এ প্রথম হয়েছিলেন এক মুসলিম মহিলা রসিকা ইসলাম।

এবার আরও এক মুসলিম ছাত্রী ডেন্টাল কোর্স বিডিএস-এ অসমের মধ্যে প্রথম হয়েছেন আর ফারহিন যদিও ডিব্রুগড়ের সরকারি ডেন্টাল কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি অসম রাজ্যে বিডিএস (ডেন্টাল সার্জারি স্নাতক) কোর্সের চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে ফারহিন তাবাসসুম এই অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

ফারহিন দুটি বিষয়েও সম্মান অর্জন করেছেন- "কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এবং এন্ডোডন্টিক্স; এবং ক্রাউন ও ব্রিজ সহ প্রস্থোডোনটিক্স"।

ফারহিন তাবাসসুম ধালিগাঁওয়ের দিল্লি পাবলিক স্কুল থেকে সেকেডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন। তারপরে তিনি ২০১৯ সালে সরকারি ডেন্টাল কলেজ ডিব্রুগড়ে যোগদান করেছেন। গ্র্যাজুয়েশনের চার বছরের প্রতিটি বর্ষেই ভালো রেজাল্ট করে পার করেছেন তিনি। ফারহিন তার এই কৃতিত্বের অংশীদার বাবা-মা এবং তার অধ্যাপকরা বলে জানিয়েছেন।

ফারহিনের তার বাবা ফরহাদ উল হক আইওসিএল বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারিতে কাজ করেন এবং তার মা আরজু একজন গৃহিণী। তাদের দুই মেয়ের মধ্যে প্রথম সন্তান ফারহিন তাবাসসুম এবং দ্বিতীয় মেয়ে নিষাদ তামান্না বর্তমানে ধুবড়ি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পাঠরত।

এর পাশাপাশি, ফারহিন একজন দক্ষ শিল্পীও এবং তার অনেক শিল্পকর্ম জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইংলিশ স্টাডিজের মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক ম্যাগাজিন এবং এইমস রায়পুর থেকে প্রকাশিত মনোরোগ সম্পর্কিত জনপ্রিয় মেডিকেল জার্নাল "মাইন্ডস" এ প্রদর্শিত হয়েছে।

রাম মন্দির নিয়ে আলোচনায় অংশ নিল না বামেরা

রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করল বিরোধীরা

আপনজন ডেস্ক: অর্থনীতি নিয়ে বিজেপি সরকারের শ্বেতপত্রের বিরোধিতা করে শনিবার রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেছে বিরোধী দলগুলি। অন্যদিকে, সিপিআই(এম) সংসদে রাম মন্দির নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেছে।বামেদের তরফে জানানো হয়েছে, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার দল হয়ে উঠবে না তাঁরা। সংসদের উভয় কক্ষ রাজ্যসভা এবং লোকসভায় "ঐতিহাসিক শ্রী রাম মন্দির এবং শ্রী রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা" নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা চলছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) সরকারের তুলনা করে শ্বেতপত্র আনার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্রা ডিএমকে সদস্যরা সংসদে ওয়াকআউট করেন।

রাজ্যসভায় শ্বেতপত্রের আলোচনায় অংশ নিয়ে সিপিআই(এম) সদস্য জন ব্রিটাস বলেন, 'কেরলের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে আমরা ওয়াকআউট করছি। শ্বেতপত্রে রাম মন্দির নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার পক্ষও নই।এটা কোনো সাদা কাগজ নয়। এটি একটি নির্বাচনী কাগজ।

যদিও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, ২০০৪-২০০৯ একটি ভাল সময় ছিল, তবে তিনি পূর্ববর্তী (এনডিএ) সরকারকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বাম দলের এই নেতার কথায়, অদ্ভুত ব্যাপার।

ব্রিটাস বলেন, এটা কি সত্যি নয় যে বামেরা প্রথম ইউপিএ সরকারকে সমর্থন করেছিল, যারা শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার করা, তথ্যের অধিকার আইন আনা, মনরেগার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অধিকার তৈরি করা ও খাদ্য সুরক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরিবর্তনকে সমর্থন করেছিল? তিনি বলেন, "সেদিন প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদী) ড. মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা করছিলেন,যাঁকে তিনি আগে 'মৌন' (নীরব) বলে উপহাস করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংকে নিয়ে কৃষ্ণপত্র চাপিয়ে দিচ্ছেন। আগামিকাল এই সরকার ড. মনমোহন সিংকে ভারতরত্ন দেবে এবং বলবে যে সোনিয়া গান্ধি তাকে ভারতরত্ন থেকে বঞ্চিত করেছেন।

ব্রিটাস বলেছিলেন যে অর্থমন্ত্রী "কেরালার প্রাচুর্য" সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করার মতো আংশিক সত্য ছিল। কেরলের তহবিল হস্তান্তর কমানোর কথা বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী সীতারামন হস্তক্ষেপ করে বলেন, আমি পালাক্রমে কথা বলতে চাই, কিন্তু আপনারা চলে যাচ্ছেন। আমার উত্তর শোনার জন্য আপনারা এখানে থাকবেন না।

ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা দাবি করেছেন যে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন ৭০০ কৃষকের মৃত্যু হয়েছিল যা পরে সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তাঁর দাবি, নোট বাতিলের সময় ব্যাঙ্কের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েকশো মানুষ মারা গিয়েছেন। কোভিড লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের বেহাল দশার কথাও সংসদের নজরে আনেন তিনি।

রাজ্যসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিবা অভিযোগ করেন, চেন্নাইয়ের বন্যা থেকে মানুষকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য তহবিলের বিষয়ে তামিলনাড়ুকে কোনও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি হাউস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তবে তিনি তার সাজা শেষ করার আগেই তার মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে বলেন, আমার দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এই শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করছি যা কেবল সংসদের সম্মিলিত সদস্যদের অপমান করে না, ভারতের মানুষকে প্রতারণা ও বোকা বানানোর চেষ্টা করে। তিনি বলেন, 'একজন গর্বিত ও আত্মমর্যাদাশীল এমপি হিসেবে এই প্রতারণায় অংশ নিতে অস্বীকার করছি। এই শ্বেতপত্রের মিথ্যাচারের সমুচিত জবাব ভারতের জনগণ দেবে এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মোদি সরকারকে এই শ্বেতপত্রের মিথ্যাচারের সমুচিত জবাব দেবে। আমি ও আমার দল এর প্রতিবাদে সভা থেকে ওয়াকআউট করব।

অভিষেক-মমতার সঙ্গে বৈঠকের পর ভোটে দাঁড়াতে রাজি দেব!

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল ত্যাগ কিংবা লোকসভা নির্বাচনে আর না দাঁড়ানোর জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দীপক চৌধুরি ওরফে দেব। শনিবারের বারবেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন। তৃণমূল সুত্রের খবর, মান ভঞ্জন হযেছে দেবের। অবশেষে দেব রাজি হযেছেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল থেকেই তৃণমূলের হয়ে তিনি লড়বেন।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তিনটি প্রশাসনিক পদ– ঘাটাল কলেজ, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি এবং বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূলের সাংসদ-অভিনেতা। । এর পর সংসদে তিনি ভাষণ দিয়ে বারে বারে ঘাটালের কথা স্মরণ করান। তার বক্তৃতায় ছিল আর ভোটে না দাঁড়ানোর সুর। এরপর বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন অবিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দেবের ভাষণ ও কয়েকটি সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দেওাকে কেন্দ্র উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেবের সঙ্গে বৈঠক করার কথা জানান।

সেই পূর্ব ঘোষণা মতোই শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী। ক্যামাক স্ট্রিটে দেবের সঙ্গে কথা হয় অভিষেকের। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পৌঁছে যান দেব। এরপর তাদের মধ্যে ঘন্টা খানেক কথাবার্তা হয়। তৃণমূল সূত্র জানিয়েছে তাদের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। অভিষেকের সঙ্গে কথা বলার পর মানভঞ্জন হয়েছে দেবের। তারপর লোকসভা নির্বাচনে দেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত আছেন বলে অভিষেককে জানান।

দেব দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে তিনি কথা দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস চাইলে তিনি ফের লোকসভা ভোটে দাড়াবেন। এক্ষেত্রে ঘাটাল তার প্রথম পছন্দ হলেও দল কেন্দ্র পাল্টালেও তার আপত্তি নেই। যদিও কোন কেন্দ্রে তিনি দাঁড়াবেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ছেড়ে দেন দেব। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, ঘাটাল থেকেই তিনি দাঁড়াতে চান বলে অভিষেককে জানিয়েছেন।

দল ছাড়ার জল্পনা উড়িয়ে অভিষেককে দেব বলেছেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের একজন অনুগত সৈনিক। তাই দল যেভাবে তাকে কাজ করার নির্দেশ দেবেন তিনি তা মাথা পেতে নেবেন।

লোকসভায় প্রশ্ন ওয়াইসির

মোদি ১৪০ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী, না শুধু হিন্দুত্ববাদীদের?

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার লোকসভায় রাম মন্দির নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন, অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদ মুসলিমিনের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি শাসক দল বিজেপির উদ্দেশ্যে, 'আমি কি বাবর, জিন্নাহ, আওরঙ্গজেবের মুখপাত্র?' আর মোদী সরকার কি একটি মাত্র ধর্মের সরকার? মোদি সরকার কি শুধুই হিন্দুত্বের সরকার?' লোকসভায় রাম মন্দির নিয়ে চলমান বিতর্কে অংশ নিয়ে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, 'বাবরি মসজিদ ছিল, আছে এবং থাকবে। এ সময় তারা 'বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ...' স্লোগান দেয়।

ওয়াইসি বক্তৃতার সময় বলেছিলেন যে তিনি ভগবান রামকে সম্মান করেন কিন্তু নাথুরাম গডসেকে ঘৃণা করেন। গান্ধীজির কথা উল্লেখ করে ওয়াইসি বলেন, যে গডসে এমন একজনকে গুলি করেছিল যার শেষ শব্দ ছিল 'হরে রাম'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করে ওয়াইসি বলেন, দেশের জন্য মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের মতো সরকারের দরকার নেই। এদিকে, তিনি পিভি নরসিমহা রাও এবং এলকে আডবাণীকে ভারতরত্ন প্রদানের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি দেখায় যে ন্যায়বিচার বেঁচে আছে নাকি অত্যাচার চিরস্থায়ী হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি জানতে চাই, বিতর্ক শেষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ দেবেন, তখন তিনি কি ১৪০ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কথা বলবেন নাকি হিন্দুত্ববাদী নেতা হিসেবে বক্তব্য দেবেন। ওয়াইসি স্মরণ করেন যে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের লোকসভায় নিন্দা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে ১৯৯২ সালের ১৬ডিসেম্বর, লোকসভায় একটি প্রস্তাব পাস করে। সেই প্রস্তাবে সংসদ অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ দেশে সেই সহিংসতাকে উসকে দিয়েছে এবং দেশের ধর্মীয় নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আজকে মোদি সরকার। সরকার ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা উদযাপন করছে। এটা খুবই লজ্জার।

২০২২-২৩ এ নির্বাচনী বন্ডে বিজেপিকে অনুদান ১৩০০ কোটি

কংগ্রেসের ১৭১ কোটি, তৃণমূলের ৩৩৩ কোটি

আপনজন ডেস্ক: ক্ষমতাসীন বিজেপি ২০২২-২৩ সালে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রায় ১,৩০০ কোটি টাকা পেয়েছে, যা একই সময়ে কংগ্রেস একই পথে যা পেয়েছে তার চেয়ে সাত গুণ বেশি।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া দলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজেপির মোট অনুদান ২১২০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৬১% নির্বাচনী বন্ড থেকে এসেছে, যা প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে দলের মোট অনুদান ছিল ১৭৭৫ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ সালে বিজেপির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২৩৬০.৮ কোটি টাকা, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ১৯১৭ কোটি টাকা।

অন্যদিকে কংগ্রেস নির্বাচনী বন্ড থেকে ১৭১.০১ কোটি টাকা আয় করেছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২৩৬ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত খরচ বাবদ বিজেপির খরচ হয়েছে ১,০৯২.১৫ কোটি টাকা, যেখানে কংগ্রেসের খরচ ছিল ১৯২.৫৫ কোটি টাকা। ২০২১-২২ সালে বিজেপি খরচ করেছিল ৬৪৫.৮৫ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ সালে কংগ্রেসের ১৭১.০১ কোটি টাকার বিপরীতে বিজেপি ১,২৯৪.১৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

স্বীকৃত রাজ্য দল সমাজবাদী পার্টি ২০২১-২২ সালে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ৩.২ কোটি টাকা আয় করেছিল। ২০২২-২৩ সালে এসব

বন্ড থেকে কোনো অর্থ পায়নি তারা। আরেকটি রাজ্য স্বীকৃত দল টিডিপি ২০২২-২৩ সালে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ৩৪ কোটি টাকা আয় করেছে যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১০ গুণ বেশি। গত অর্থবর্ষে সুদ থেকে বিজেপির আয় হয়েছে ২৩৭ কোটি টাকা, যা ২০২১-২২ সালে ছিল ১৩৫ কোটি টাকা। পাঁচটি আঞ্চলিক দল - ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস), তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, বিজু জনতা দল (বিজেডি) এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস - তাদের সর্বশেষ বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুসারে, ২০২২-২৩ সালে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে একসাথে ১,২৪৩ কোটি টাকা পেয়েছে। এটি ২০২১-২২ সালে বন্ড থেকে সম্মিলিতভাবে প্রাপ্ত ১,৩৩৮ কোটি টাকার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিআরএস স্বতন্ত্রভাবে এই সময়ের মধ্যে বন্ড থেকে ৩.৪ গুণ বেশি অবদান রেখেছে।

২০২২-২৩ সালে তৃণমূল ইলেক্টরাল বন্ডে আয় করেছে ৩৩৩.৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ সালে তৃণমূলের মোট প্রাপ্তির ৯৭ শতাংশ, ডিএমকে-র ৮৬ শতাংশ, বিজেডির ৮৪ শতাংশ, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের ৭০ শতাংশ এবং বিআরএসের ৭১ শতাংশ ইলেক্টোরাল বন্ডের অবদান ছিল। আম আদমি পার্টি (এএপি), এখন একটি জাতীয় দল, ২০২২-২৩ সালে নির্বাচনী বন্ডে ৩৬.৪ কোটি টাকা পেয়েছে, যা ২০২১-২২ সালে ২৫.১ কোটি টাকা ছিল। এর মোট আয় ২০২১-২২ সালে ৪৪.৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২২-২৩ সালে ৮৫.২ কোটি টাকা হয়েছে এবং একই সময়ে এর বার্ষিক ব্যয় ৩০.৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০২ কোটি টাকা হয়েছে। মজার বিষয় হল, আপের সাধারণ প্রচারের ব্যয় এক বছর আগে ১৩.৭ কোটি টাকা থেকে ২০২২-২৩ সালে ৩৩০ শতাংশ বেড়ে ৫৮.৮ কোটি টাকা হয়েছে। প্রকাশ্য প্রচার ও সমীক্ষায় ২০২২-২৩ সালে দিল্লি ও পঞ্জাবে ক্ষমতায় থাকা দলটির খরচ হয়েছে ২৩.৬ কোটি টাকা। পাঁচটি আঞ্চলিক দলের দ্বারা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুসারে, বিআরএস ঘোষিত মোট আয় ছিল সর্বোচ্চ ৭৩৭.৭ কোটি টাকা (২০২১-২২ সালে ২১৮ কোটি টাকা থেকে বেশি), তারপরে তৃণমূল ৩৩৩.৪ কোটি টাকা (৫৪৫.৭ কোটি টাকা থেকে কম), ডিএমকে ২১৪.৩ কোটি টাকা (৩১৮.৭ কোটি টাকা থেকে কম)। বিজেডি ১৮১ কোটি টাকা (৩০৭ কোটি টাকা থেকে কম) এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস ৭৪.৮ কোটি টাকা (৯৩.৭ কোটি থেকে কম)। ২০২২-২৩ সালে

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

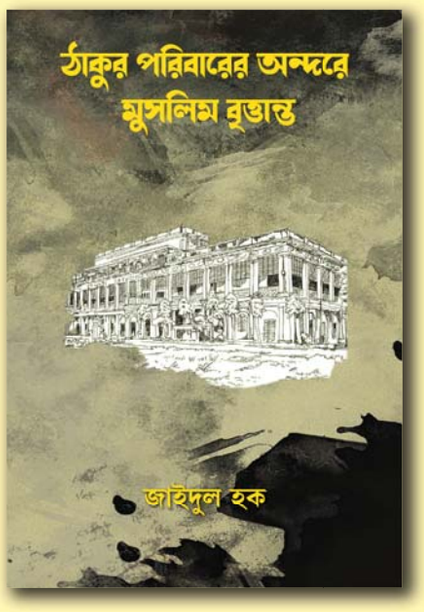

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

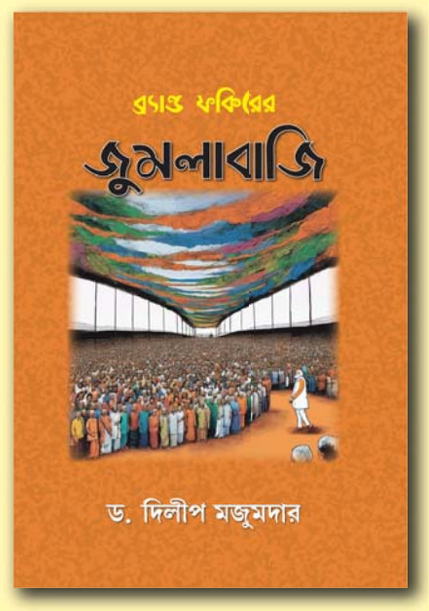

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্র্যাণ্ড ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

প্রথম নজর

গ্যারেজের তালা ভেঙে দুটি নতুন টোটো চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ব্যাঁটরা থানা এলাকার চ্যাটার্জিপাড়ায় ভারতমাতা গলিতে একটি গ্যারেজের তালা ভেঙে টোটো চুরির ঘটনা ঘটলো। শনিবার ভোররাতে ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। ব্যাঁটরা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখছে। জানা গেছে, গ্যারেজের তালা ভেঙে ভিতর থেকে দুটি নতুন টোটো গাড়ি চুরি হয়। গ্যারেজে প্রায় কুড়িটির মতো টোটো ছিল। ৫ মাস আগে সদ্য কেনা দুটি টোটো গাড়ি চুরি হয়। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে ভিতরে ২ যুবককে টোটো চুরি করতে দেখা যায়। এবং বাইরে আরো দু'তিনজন দাঁড়িয়েছিল বলে গ্যারেজ মালিক জানিয়েছেন। সিসিটিভিতে তাদের ছবি ধরা পড়েছে। ব্যাঁটরা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বৃদ্ধিতে আনন্দ-মিছিল

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: রাজ্য বাজেটে এবার মহিলাদের জন্য লক্ষী ভান্ডার প্রকল্পে বড় ঘোষণা। সেই খুশিতে ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্ল্যা কার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে অভিনন্দন জানালো মহিলারা। শনিবার বিকেলে ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলটি শুরু হয় নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর এস বি আই ব্যাংক থেকে লোহাপুর এফ সি আই গোডাউন পর্যন্ত। মিছিলে নেতৃত্ব দেন নলহাটি দুই নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রানী দত্ত। গত বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে ভাতা বাড়ার কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বাজেটে লক্ষী ভান্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ভাতা হচ্ছে এক হাজার টাকা। জনজাতি মহিলাদের জন্য ভাতা এক হাজার টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে বারোশো টাকা। অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটাগরির মহিলারা পাবেন ১০০০ টাকা। একই ভাবে এস সি ও এস টি মহিলাদের মাসিক ভাতা বেড়ে দাঁড়াল বারোশো টাকা। তাই রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস।

নকল করতে বাধা দেওয়ায় শ্রেণিকক্ষে ভাঙচুর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের!

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণটুকা টুকিতে কর্তব্যরত এক শিক্ষক বাধা দেওয়ার ফলে ছাত্ররা প্রতিবাদস্বরূপ ইটাহার হাই স্কুলের বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষে ভাঙচুর করে মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীরা। শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন ছিল, আর এদিনই পরীক্ষা চলাকালীন এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার হাইস্কুলে। সূত্রের খবর এ বছর ইটাহার হাইস্কুলে মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল দিঘনা হাই স্কুলের, মারনাই শরৎচন্দ্র হাই স্কুলের এবং কাপাশিয়া এএম হাই স্কুলের। এবং মোট ২৯৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এর পূর্বেও উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষার সম্পূর্ণ হলেও শেষের দিনে গণটুকাটুতে বাধা দেওয়ার ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার দিন ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা সময় ১ পরীক্ষার্থীকে নকল করতে বাধা দেন কর্তব্যরত শিক্ষক। তাই এর প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে একাধিক শ্রেণিকক্ষে থাকা দেওয়াল ঘড়ি, ইলেকট্রিক বোর্ড, চেয়ার টেবিল ভাংচুর করা সহ ১০ টি সিলিং ফ্যান ভেঙে ফেলে কাপাশিয়া ও দিঘনা স্কুলের আংশিক পড়ুয়ারা বলে অভিযোগ। তারপরে পরিস্থিতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানায়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থানে পৌঁছায় ইটাহার থানার পুলিশ বাহিনী। যাতে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেদিকে করা নজরদারি রাখে পুলিশ বাহিনী।

অবশেষে রাতেই গ্রেফতার সন্দেশখালির পলাতক উত্তম সর্দার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: অবশেষে গ্রেপ্তার হল সন্দেশখালির উত্তম সর্দার। শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার দুপুরেই উত্তম সর্দারকে তৃণমূল দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। পলাতক শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ উত্তম সর্দার গত দুদিন থেকে গা ঢাকা দিয়েছিল। শনিবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে পাকড়াও করে। একইসঙ্গে সন্দেশখালি বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত উত্তম সর্দার জেলা পরিষদের সদস্য ছিল। কিন্তু এখনো অধরা রয়েছে শেখ শাহজাহান ও শিবু হাজরা। ধৃত উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মূলত ধৃত উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে মাছ ভেরি দখল করে কাজ করিয়ে মজুরি না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, সন্দেশখালি থানার খুলনা পঞ্চায়েতের শিতলিয়া গ্রামে একাধিক ঘর ভাঙচুর করা হয়বিজেপি, সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের। খুলনার অঞ্চলের প্রধান সত্যাজতি স্যানাল (হাটগাছা পোস্ট অফিসের পাশে)। সফিকুল গাজী(শিতলিয়া হাইস্কুলের পাশে)। এই দুষ্কৃতীদের নির্দেশে এই ঘটনা ঘটে বলে আভিযোগ।আরো জানা যায় রাতের অন্ধকারে এক বাড়িতে গিয়ে একটা বাচ্চাকে ছুরে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সন্দেশখালি থানার পুলিশ।জনতা তাদের আটকে রেখে বিক্ষোভ করে।সূএ মারফত জানা যায়, কিছু পুলিশকে আটকে রাখা হয়। তার মধ্যে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি ছিলেন। জনতাদের দাবি অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে প্রধান সত্যাজতি সান্যালকে ও সফিকুল গাজীকে। না হলে বৃহত্তম আন্দোলনে নামা হবে।

তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির নবম দিনে উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূলের মোদির বিরুদ্ধে হুঙ্কার

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে কলকাতার রেড রোডে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির প্রতিবাদ কর্মসূচির নবমদিনের দায়িত্বে ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনা মঞ্চে উঠল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেই কেন্দ্রের বঞ্চনার জবাব দিতে হবে। শনিবার রেড রোডে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধর্না কর্মসূচি পালন করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার ধর্নায় উত্তর ২৪ পরগনার ব্যবস্থাপনায় এই ধর্নায় জেলার জেলা,ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীরা সামিল হয়েছিলেন।কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বাংলার ২১ লক্ষ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা করে চলেছে,তা নিয়ে সরব হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, বাংলার মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধুই বঞ্চনা করেছে, অবহেলা করেছে। এইভাবে বঞ্চনা অবহেলা করে আগামী লোকসভা ভোটে জিততে পারবে না বিজেপি। মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ৪২ এর মধ্যে ৪২ আসন জিতবে। ধর্না কর্মসূচির মঞ্চে বিজেপির বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, একজন মহম্মদ বিন তুঘলক দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রধানমন্ত্রী আগে দেখা যায়নি। যা ইচ্ছে তাই করছেন।কর্মাধ্যক্ষ ফারহাদ বলেন, বিজেপি নারী সুরক্ষার কথা বলে।কিন্তু ভুলে যায় হাথরস, উন্নাও, মণিপুরের ঘটনা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বারবার ভুলুণ্ঠিত হয়েছে নারীর সম্মান। তাই নারীসুরক্ষার কথা ওঁদের মুখে মানায় না।
এদিনের ধর্না মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সাংসদ ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সাংসদ অর্জুন সিং, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,মন্ত্রী ব্রাত্য বসু,মন্ত্রী রথীন ঘোষ, মন্ত্রী সুজিত বসু,মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক তাপস রায়,বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী,বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়,বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস,বিধায়ক রহিমা মন্ডল, জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, কর্মাধ্যক্ষ দীপক লাহিড়ী সহ আরও অনেকে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যোজনার পিচ রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিডিউলও মানা হয়নি। এই অভিযোগ তুলে শনিবার রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে গ্রামবাসীদের। বিক্ষোভের জেরে এদিন বন্ধ হয়ে গেল রাস্তা তৈরির কাজ। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার প্রতাপপুর এলাকায়, এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে প্রতাপপুর স্কুল থেকে রামকৃষ্ণপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি তৈরি হচ্ছিল। দীর্ঘদিন পর ৮ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরির জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অভিযোগ, যতটা পুরু করে পাথর দেওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। ফলে অল্পদিনেই রাস্তাটি ভেঙে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এরপরই রাস্তার পিচ তুলে এদিন কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয়দের একাংশ। রাস্তার কাজে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। ঠিকাদারকে বারবার বলার পরও সমস্যা না মেটায় এদিন প্রতিবাদ জানানো হয়। নিয়ম মেনে রাস্তার কাজ না করা হলে ফের আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও অনিয়মের অভিযোগ স্বীকার করেছে রাস্তা তৈরির সুপারভাইজার । তাদের দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নিয়ম মেনেই কাজ করা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় হতে পারে আমরা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পুনরায় যে রাস্তা খারাপ হয়েছে সেগুলো আবার ঠিক করে দেয়া হবে বলে জানান। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস বলেন আমরা ঘটনার খবর পেয়েছি ঘটনাস্থলে ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠানো হবে। এবং সঠিক তদন্ত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ফেডারেশনের মঞ্চে নেতৃত্বকে ভর্ৎসনা মন্ত্রী

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম জেলা সম্মেলনের মঞ্চে উঠেই সংগঠনের নেতৃত্বদের চরম ভর্ৎসনা করলেন রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সংগঠনের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ মানস ভুঁইয়া। শনিবার মেদিনীপুর জেলা পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। তিনি হলের মধ্যে ঢোকার আগেই দেখতে পান হলের বাইরে সংগঠনের সদস্যদের ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে। আর তাতেই চটে যান তিনি। মঞ্চে উঠেই সংগঠনের জেলা সভাপতি শীতল বীদ সহ জেলা নেতৃত্বদের ভর্ৎসনা করে বলেন, এরা কি মেছো মার্কেটের মেম্বার নাকি। শুধু নেতার ভিড়, কর্মী কম। কি করেন আপনারা। একটা সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের কোনো অনুশাসন নেই। তিনি ধমক দিয়ে সব কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথাও বলেন হুমকির সুরে। এই সংগঠনে কোন ফক্কড়ি করা চলবে না। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের দুই সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সহ রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মন্ত্রীর ধমক খেয়ে সকলে শৃঙ্খল গতভাবে হলের মধ্যে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে।

আইমোর কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: শনিবার বিকেলে মোথাবাড়ি থানার সারাফাত টোলায় শতাধিক কম্বল বিতরণ হল। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও আয়োজক ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নাসির আহমেদ। তিনি মোথাবাড়ি এলাকায় কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন কম্বল বিতরণ শিবির করছেন। সংগঠনের চেয়ারম্যান নাসির আহমেদ জানান বিভিন্ন সময় সারা বছর মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে থাকি। এদিন কয়েকশো কম্বল বিতরণ করা হল।

আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্মেলন মেমারিতে

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির নবম রাজ্য সম্মেলন। শিবদুর্গ হিমঘরে আয়োজিত দুদিন ব্যপী এই রাজ্য সম্মেলনে প্রথম দিনে পতাকা উত্তোলন করেন মদন মন্ডল। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন উপস্থিত প্রতিনিধিরা। স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র মন্ডল ও স্বর্গীয় ফনিভূষণ দে স্মৃতি মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করে নবম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাজ অজ্ঞায়ানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন লাবনী দাস। স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্যসভাপতি বিভাস দে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন রাজ্য সম্পাদক বরেন মন্ডল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লালু মুখার্জী, চম্পালাল পারিক, সৌমেন যশ সহ অন্যান্যরা। সভা পরিচালনা করেন বরুন পন্ডিত। রাজ্যসম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রায় ২৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন জেলার ৪০ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদক বরেন মন্ডল বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কে ভাবতে হবে লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে চাকরি না পেয়ে আলু ব্যবসার পথ বেছে নিয়েছে। সংসার চালানোর জন্য ও তাদের ব্যবসা করার জন্য কম সুদে লোন দেওয়া প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে। সরকারী ভাবে সমস্ত ব্যবসায়ীদের বীমার ব্যবস্থা করার দাবী জানান তিনি। প্রত্যেক ব্যবসাদারদের মৌলিক দায়বদ্ধতা আছে তাদের স্বার্থের সাথে সাথে চাষীদের স্বার্থ সুরক্ষা করা। তিনি আরও বলেন ২০২২ সালে এক শ্রেণীর কোল্ড স্টোরেজ মালিকদের প্ররোচনায় পা দিয়ে নিজেদের গচ্ছিত অর্থ ও অন্যান্য দিক থেকে টাকার ব্যবস্থা করে আলু সংরক্ষণ করেছিলেন। ২০২৩ এর প্রথমে কিছুটা লাভ হলেও শেষের মাসগুলিতে হয়নি।

অনুব্রতর মঙ্গল কামনায় হোম যজ্ঞ বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: অনুব্রত মণ্ডলের জন্য বিশেষ হোম যজ্ঞের শুরু হলো সকাল থেকে বোলপুর রেল ময়দানে। এই যজ্ঞ আয়োজন করেছে অনুব্রত মণ্ডলের শুভাকাঙ্খীরা। হোম যজ্ঞের আয়োজনে পরিচালনায় বোলপুর রেলময়দান দুর্গাপূজা কমিটি। উল্লেখ্য শনিবার সকাল আটটা হইতে এই যোগ্য শুরু হয়েছে। এই যজ্ঞে ছিল ৫০ কেজি ঘি পাঁচ কুইন্টাল বেলকাট সহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী। অনুব্রত মণ্ডলের শুভাকাঙ্খী তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই হোম যজ্ঞে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনা সিনহা, লাভপুরে বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্না ঘোষ উপ পৌরপতি অমর সেখ ও অন্যান্য তৃণমূলের নেতা-নেত্রী বৃন্দ। এই হোম যজ্ঞের একটাই উদ্দেশ্য অনুব্রত মন্ডল ও তার পরিবার যাতে ভালো থাকে।

নৌকাডুবিতে ফেরিঘাটে নজরদারি বিডিও-র

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: :বাগনানের বাকসিহাটে রূপনারায়ণে নৌকাডুবির ঘটনায় ২ দিন পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ৪ জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি! যদিও বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম ভাবে খোঁজার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় হাওড়া জেলার কয়েকটি পরিবারের লোকজন ১৮ জন যাত্রী নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর-২ নং ব্লকের ত্রিবেণী পার্কে পিকনিক করে ফেরার পথে রূপনারায়ণে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ১৩ জনকে উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ ছিলেন ৫ জন।শুক্রবার সকালে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ এখনও পর্যন্ত ৪ জন। শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুলগাছিয়ার দামোদর নদ সংলগ্ন ফেরিঘাট পরিদর্শন করার পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট পরে নদী পারাপারের পরামর্শ দিলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক।

সাতমুখীতে মুখোমুখি গাড়ির সংঘর্ষে জখম ১০ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

জাহেদ মিস্ত্রী ও মাফরুফা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন ১০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ তাদের দুই অভিভাবক।
শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত সাতমুখী মোড় এলাকায়। জখম সকলেই ক্যানিং ইটখোলা রাজনারায়ণ হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। শনিবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ দিনের ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এমনই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। আহতদের মধ্যে দুই ছাত্র এবং এক ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। গুরুতর জখম অবস্থায় পথ চলতি মানুষজন তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সেখান থেকে ওই তিনজনকে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
প্রথম দুইটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় পরে আরেকটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে তিনটি অটো ও একটি প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে।
ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও ক্যানিং রাম মন্ডল, আইসি ক্যানিং সৌগত ঘোষ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ দুর্ঘটনায় আহত মুরারই থানার ওসি, মৃত চালক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সাত সকালেই ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন বীরভূম জেলার মুরারই থানার ওসি এবং মৃত্যু হয় গাড়ির চালকের। খবর পেয়ে মহম্মদবাজার থানার ওসি-সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যান এবং জখম অবস্থায় দুজনকেই উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোরের দিকে রানীগঞ্জ মোরগ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বীরভূমের মহাম্মদবাজার থানার গনপুরে। জানা যায় মুরারই থানার ওসি সাক্ষী দিতে ডায়মন্ড হারবারের কোর্টে গেছিলেন। সেখান থেকে মুরারই ফেরার পথেই গনপুরের জঙ্গলের কাছে একটি ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওসিকে ও তার ড্রাইভারকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের পরীক্ষা করেন এবং গাড়ির চালক তথা ওসির ড্রাইভারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে আহত ওসিকে হাসপাতাল থেকে অন্যত্র একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য আহত ওসি মহম্মদ শাকিব সাহেব সম্প্রতি জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ থেকে মুরারই থানায় ওসি হিসেবে যোগ দেন। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো পুলিশের গাড়ি চালক ছিলেন কুষ্টিগিরির বাসিন্দা শেখ শরিফউদ্দিন।

প্রথম নজর

জোট গঠনের পরিকল্পনা করছে ইমরান খানের দল

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে ধারণা করা হয়েছিল– ইমরানের দল পিটিআইয়ের ভরাডুবি হবে। আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে নওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগ-এন। তবে নির্বাচন শেষে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, সবাইকে ছাড়িয়ে ৯৪ আসন পেয়েছে দলটি। কিন্তু এরপরও সরকার গঠন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ জানিয়েছে, আরো কয়েকটি আসনের ফল ঘোষণা বাকি থাকলেও পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) কেন্দ্র এবং পাঞ্জাব প্রদেশে জোট সরকার গঠনে একমত হয়েছে। এদিকে মাঠ ছাড়েনি ইমরান খানের দলও।

অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক ডেকেছে পিটিআই। বৈঠকে সাবেক ক্ষমতাসীন দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈঠকে পিটিআই চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গহর খান, আসাদ কায়সার, আলী মুহাম্মদ খান এবং অন্যরা যোগ দেবেন। যেখানে নতুন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা হবে।

এর আগে দলটি নতুন কেন্দ্র সরকার গঠনের জন্য পিপিপি এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) সঙ্গে জোট গঠনের বিষয়টি অস্বীকার করে। ব্যারিস্টার গহর বলেন, 'আমরা পিপিপি বা পিএমএল-এনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি না।'

তিনি দাবি করেছিলেন, পিটিআই শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ১৫০টি আসনে জয় পাবে, যা এককভাবে সরকার গঠন করার জন্য যথেষ্ট হবে। গহর খান বলেন, 'পিপিপি বা পিএমএল-এন কারও প্রয়োজন হবে না। আমরা কেন্দ্রে ও পাঞ্জাবে প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে যাচ্ছি।'

যদিও দেশটির নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সবশেষ ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, সরকার গঠনের জন্য কোনো দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না।

ফ্লোরিডার সড়কে ভেঙে পড়লো প্লেন, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্লোরিডার একটি মহাসড়কে জরুরি অবতরণের সময় ব্যক্তিগত একটি প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরো বেশ কয়েকজন। শুক্রবার স্থানীয় কোলিয়ার কাউন্টির পাইন রিজ রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্লেনটি বিধ্বস্ত হাওয়ার পর কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় আশেপাশের এলাকা। এসময় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

প্রাদেশিক বেসামরিক প্লেন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিধ্বস্ত হওয়ার সময় প্লেনটিতে পাঁচজন ভ্রমণ করছিলেন। পরে উদ্ধারকর্মীরা জীবিত তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, শুক্রবার বিকালে জরুরি অবতরণের সময় প্লেনটি মহাসড়কে থাকা একটি গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন জানান, প্লেনটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগে তাদের মাথার মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে মাটির দিকে নেমে আসছিল। এরপর মুহূর্তের মধ্যে বিকট শব্দ হয় এবং আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

ন্যাপলস বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র রবিন কিং জানিংয়েছেন, শুক্রবার দুপুরে ব্যক্তিগত প্লেনটি ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির বিমানবন্দর থেকে নেপলসের দিকে যাওয়ার পথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে 'বেপরোয়া' বললেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে 'বেপরোয়া' বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এমন সময় তিনি এ মন্তব্য করলেন যখন গাজায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজারে পৌঁছেছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে পরিণত হওয়া রাফাহতে স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, "আমি মনে করি, যেমনটা আপনারা জানেন, গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা হামলার ধরন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে অনেক নিরীহ মানুষ অনাহারে থাকছে, প্রাণ হারাচ্ছে। এ হামলা বন্ধ করা উচিত।"

চলমান এ যুদ্ধে বর্ধিত বিরতিতে সম্মত হওয়ার জন্য ইসরায়েল এবং হামাসকে চাপ দেওয়ার জন্য 'অক্লান্তভাবে' কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

বুধবার গাজায় একটি বর্ধিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে হামাসের দেওয়া শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নেতানিয়াহু।

সেগুলোকে বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেন তিনি। তখন চুক্তির পরিবর্তে 'পূর্ণ বিজয়' না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর পরই রাফাতে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড়ে রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছেন বাইডেন। গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনকে সমর্থনের জন্য ইতোমধ্যেই অনেকেরই রোষানলে পড়েছেন তিনি। তাই আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ের মতো দেশটির অন্যান্যদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এখন অনেকটাই সচেতন বাইডেন।

মিসরের সঙ্গে বেশিরভাগ সিল করা সীমান্তবর্তী একটি শহর রাফা। সেখানে গাজা উপত্যকার অর্ধেকেরও বেশি বাসিন্দা পালিয়ে গেছে। গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর প্রধান প্রবেশদ্বারও এটি। মিসর সতর্ক করে বলেছে, সেখানে যেকোনো ধরনের স্থল অভিযান বা সীমান্ত জুড়ে ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি ইসরায়েলের সঙ্গে দেশটির ৪০ বছর পুরনো শান্তি চুক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলায় অন্তত এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হন। তাদের প্রায় সবাই বেসামরিক লোক। তখন আনুমানিক ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায় সশস্ত্র যোদ্ধারা। এ হামলার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

গাজার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, ইসরায়েলি সেনাদের হাতে অঞ্চলটিতে এখন পর্যন্ত ২৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের দুই-তৃতীয়াংশই নারী ও শিশু।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তুরস্ক সংগ্রাম চালিয়ে যাবে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, 'একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তার দেশ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে'।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আঙ্কারা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইসলামী দেশগুলোর একটি অভিন্ন অবস্থান গঠনের জন্য তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইসরায়েল কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধগুলিকে উপেক্ষা না করার জন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে'।

শুক্রবার ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়ুথ ফোরামের সাধারণ পরিষদের পঞ্চম সভায় তিনি পাঠানো একটি ভিডিও বার্তায় এমন তথ্য জানিয়েছেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান জানান, 'আমরা আমাদের কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখছি যাতে ইসলামিক দেশগুলো সাড়া দিতে পারে এবং গাজায় ইসরায়েলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কাজ করতে পারে।'

দক্ষিণ কোরিয়ার ভূখণ্ড দখল করতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে: কিম

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন বলেছেন, যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার ভূখণ্ড দখল করতে পিয়ংইয়ংকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। উত্তর কোরীয় সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠার ৭৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া ভাষণে কিম জং উন একথা বলেন।

এ সময় তিনি দেশের সামরিক বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, সেনাবাহিনীকে অবশ্যই দেশের সার্বভৌমত্ব এবং মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা যে প্রতারণা এবং যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করেছে তার মোকাবেলায় সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে কিম জং উন বলেন, আমরা আমাদের জনগণের বিভাজন এবং সংঘর্ষের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত করেছি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পুতুল সরকারকে পিয়ংইয়ংয়ের সবচেয়ে ক্ষতিকারক এবং অপরিবর্তনীয় শত্রু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি।

এই অবস্থায় জরুরি পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনী এবং নীতি নির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার ভূখণ্ডকে উত্তর কোরিয়া দখল করে নেবে।

এর কিছুদিন আগে কিম জং উন দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে তার দেশের পুনঃ একত্রীকরণের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় বিরোধিতা রয়েছে। এছাড়া তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়াকে দেশের প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করার জন্য উত্তর কোরীয় পার্লামেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাঁচার জন্য পশু খাদ্যও খাচ্ছে গাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: জীবন আর মৃত্যু এই উপত্যকায় মিলেমিশে একাকার। ওদের যেনো কোথাও কেউ নেই। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কথিত মানবিক বিশ্ব। মানবতার ত্রাতারা অন্ধ। দুয়ার বন্ধ করে আছেন জাতিসংঘে সভ্যতার বাণী আওড়ানো 'দেবদূতরা'ও। বোমার পর বোমা পড়ছে। পুড়ে যাচ্ছে বাড়িঘর, ঝলসে যাচ্ছে দেহ। ঘরে খাবার নেই, তৃষ্ণায় ঠোঁট ফেটে একাকার, সুপেয় পানিও বিরল হয়ে উঠেছে। রোগের আক্রমণ আর বোমাক্রান্ত শরীরে সুস্থতা আনার মাধ্যম হাসপাতালগুলোও বন্ধ। দিনে বোমার ধোঁয়ার ঝাপসা দৃষ্টির সামনে রাত হাজির হয় নিকষ আঁধার নিয়ে। তবুও ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার বাসিন্দারা বাঁচার লড়াই করছে। আর সেই লড়াই এতোটাই কঠিন যে তাকে কেবল মানবেতর বললেও ঠিকঠাক পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া গাজার বাসিন্দারা ভুগছেন তীব্র সংকটে। অনেকের দিনের দিন কাটছে কোনো রকম খাবার ছাড়াই। ইসরায়েলি সেনাদের আগ্রাসনের কারণে জাতিসংঘসহ অন্য সংস্থাগুলোও সহায়তা সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়ে গাজার বাসিন্দাদের অনেকেই পশু খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করছে। তবে সেই খাদ্যও খুব একটা তাদের হাতে নেই।

গাজার বাসিন্দারা একটু সুপেয় পানির আশায় মাটিও খুড়ছে। গোসল করার পানিটুকুও নেই তাদের কাছে। জাতিসংঘ সতর্ক করে বলেছে, গাজার তরুণ ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে। ১৫ শতাংশ কমবয়সী মানুষই ভুগছে পুষ্টিহীনতায়। জাতিসংঘের ত্রাণের সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা সংস্থা জানিয়েছে, গাজার অর্ধেকেরই বেশি সহায়তা পৌঁছাতে পারছে না। পথে এসব সহায়তা বহর আটকে দিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। সংস্থাটির মতে উত্তর গাজার তিন লাখের বেশি মানুষ সহায়তার অভাবে দুর্ভিক্ষের মুখে রয়েছে।

যদিও ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী দাবি করছে, গাজায় দুর্ভিক্ষের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে বিবিসি গাজার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছে, মানুষ বাধ্য হয়ে বাঁচার জন্য পশু খাদ্য খাচ্ছে। এমনকি সেই খাবারও ফুরিয়ে গেছে। বাজারেও কোনো ধরনের খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। মজুদ করা সব ধরনের শুকনো খাবারও প্রায় শেষ। আবার অনেকে শুধু চাল খেয়েও দিন পার করছেন। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি-ডব্লিউএফপি বিবিসিকে জানিয়েছে, গাজায় খাদ্য সহায়তা বহনকারী পাঁচটি বহরের চারটিই আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাখাইনের ঐতিহাসিক শহরের দখল নিল আরাকান আর্মি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন জান্তা বাহিনীকে হটিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের ঐতিহাসিক শহর ম্রউক উ'র দখলে নেয়ার দাবি করেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)।

শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে শহরটি দখলের দাবি করেছে গোষ্ঠীটি।

বিবৃতিতে আরাকান আর্মি বলেছে, ম্রউক উ শহরের ৩১ পুলিশ ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার দখলে নিয়েছে তারা।

রাখাইনের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ম্রউক উ শহরের পাশাপাশি আরাকান আর্মি মিনবিয়াও ও কিয়াকতাও শহরও দখল করে নিয়েছে।

সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাখাইনে ম্রউক উ শহরটি ছিল জান্তা বাহিনীর সর্বশেষ সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। তবে ইরাবতী আরকান আর্মির এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি।

স্থানীয় এক রাখাইন অধিকারকর্মী ইরাবতীকে জানিয়েছেন, উল্লিখিত তিনটি শহর জান্তা বাহিনীর কাছ থেকে দখল নেয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আরো সময় নিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

পাকিস্তানে বন্ধ মাইক্রো ব্লগিং সাইট 'এক্স'

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দুইদিন পর পাকিস্তানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্স (সাবেক টুইটার)। শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সাইবার সিকিউরিটি ও পর্যবেক্ষক সংস্থা নেটব্লকস।

এক এক্স বার্তায় সংস্থাটি বলেছে, 'নিশ্চিত: লাইভ মেট্রিক্স দেখাচ্ছে দেশব্যাপী এক্স/টুইটারে বিড়ম্বনা দেখা যাচ্ছে। মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে বিতর্কিত নির্বাচন হওয়ার দুইদিন পর এ ঘটনা ঘটল।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৬ মি.

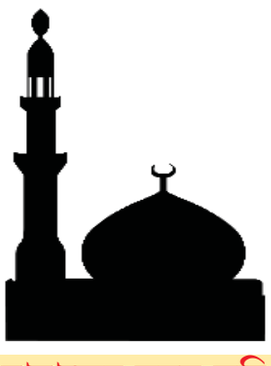

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৮	৬.১০
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৪	
মাগরিব	৫.৩৬	
এশা	৬.৪৬	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ

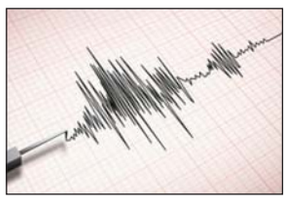

আপনজন ডেস্ক: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। তবে ওই ভূমিকম্প থেকে কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।

হাওয়াই দ্বীপের পাহালার কাছে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ জানিয়েছে, এর উপকেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার গভীরে।

ভূমিকম্পের সময় পুরো হাওয়াই দ্বীপেই প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ফিলিপাইনে ভূমিধসের ৬০ ঘন্টা পর জীবিত শিশু উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের একটি পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের ৬০ ঘণ্টা পর এক শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টিকে 'অলৌকিক' বলেই দাবি করছেন উদ্ধারকর্মীরা। মঙ্গলবার মিন্দানাও দ্বীপের দাভাও দে ওরো প্রদেশের খনিসমৃদ্ধ গ্রাম মাসারোয় ভয়াবহ ভূমিধস ঘটে। এতে অন্তত ১১ জন মারা যান ও অন্তত ৩১ জন আহত হন। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন শতাধিক। উদ্ধারকারীরা ভেবেছিলেন, শিশুটি মৃত। কিন্তু পরে দেখেন যে, শিশুটি বেঁচে রয়েছে। এতে আরো অনেককে জীবিত উদ্ধারের আশা খুঁজে পাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। ফেসবুকে ভিডিওতে দেখা গেছে, কাঁদতে থাকা কাদামাখা শিশুটিকে কোলে নিয়ে যাচ্ছেন এক উদ্ধারকর্মী। শিশুটির শরীরে দৃশ্যমান তেমন কোনো আঘাত নেই। দাভাও দে ওরো প্রদেশের দুর্যোগ সংস্থার কর্মকর্তা এডওয়ার্ড ম্যাকাপিলি বলেছেন, শিশুটিকে উদ্ধারের পর চিকিত্সকের কাছে নেওয়া হয়েছে। এর আগে মেয়েটির সঙ্গে তার বাবার দেখা হয়েছে। ভূমিধসের ঘটনায় সোনার খনিসমৃদ্ধ গ্রামটিতে খনি শ্রমিকদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত তিনটি বাস ও জিপ গাড়ি কাদায় আটকে যায়। বাসগুলোতে থাকা ২৮ শ্রমিকের মধ্যে আট জন বেরিয়ে আসতে পারেন। এ দুর্ঘটনায় গ্রামটির অনেক বাড়িঘরও ধ্বংস হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, এখনো উদ্ধারকাজ চলছে। কাদা ও ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কাজে লাগান হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর।

ভোটের দু'দিন পরই ১৪ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে মোট ১৪টি মামলায় জামিন দিয়েছেন ইসলামাবাদের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আদালত (এটিসি)। শনিবার ইসলামাবাদ এটিসির বিচারক মালিক ইজাজ আসিফ এক শুনানি শেষে এই রায় দিয়েছেন। ইমরান খানের পাশাপাশি তার রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফের (পিটিআই) জ্যেষ্ঠ নেতা শাহ মেহমুদ কুরেশিকেও ১৩ মামলায় জামিন দেওয়া হয়েছে। শনিবার রাওয়ালপিন্ডির সন্ত্রাসবিরোধী আদালত (এটিসি) ৯ মে দাঙ্গা সংশ্লিষ্ট ১২টি মামলায় ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করেছেন। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর সদর দফতর এবং সেনা জাদুঘরে হামলা নিয়ে আরো দুই মামলায় তাকে জামিন দিয়েছেন আদালত। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচন হয়েছে গত ৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার। ভোটের দুদিন পার হলেও এখনো সব আসনের ফল ঘোষণা করতে পারেনি পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি)। ২৬৫ আসনের মধ্যে ২৫২টি আসনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত ফলে নওয়াজ শরিফ ও বিলাওয়াল ভুট্টোর দলের চেয়ে বেশ ভালো ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তাদের অধিকাংশই ইমরান খানের পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী। তবে ফলাফলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পিএমএল-এন ও পিপিপি। এই দুটি দলই জোট গঠনের বিষয়ে একমত হয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত বেড়ে প্রায় ২৮ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ২৭ হাজার ৯৪৭ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরো ৬৭ হাজার ৪৫৯ জন। হতাহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

এদিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার সামরিক বাহিনীকে রাফাহ থেকে বেসামরিক লোকদের সরিয়ে নেয়া এবং হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি দূত প্রশ্ন করেছেন যে, পরিকল্পিত হামলার মধ্যে বেসামরিকদের কোথায় সরিয়ে নেয়া হবে? কারণ গাজায় এখন আশ্রয় নেয়ার মতো নিরাপদ কোনো স্থান আর নেই। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস বলেছেন, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার অর্ধেকই এখন রাফাহ শহরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সেখানে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো জায়গাও নেই। খান ইউনিসে ইসরায়েলি স্নাইপাররা নাসের হাসপাতালের বাইরে অন্তত ২১ জনকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে চিকিৎসা কর্মীও রয়েছেন। গাজায় ২৪ ঘন্টায় ১০৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরো ১৪২ জন আহত হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২৬ মাঘ ১৪৩০, ২৯ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

মিয়ানমারের দুর্দশা

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার বহু বত্সর ধরিয়া গোলযোগপূর্ণ। এই গোলযোগ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ লইয়াছে। মিয়ানমার প্রমাণ করিয়াছে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শাসন চাপাইয়া দিলে দেশে স্থিতিশীলতা আসে না এবং গোলযোগ এমন পর্যায়ে যায় যে, দেশ ভাঙিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া বিস্ময়ের নহে। দুর্ভাগ্য, মিয়ানমারের মানুষের যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ বার্মা স্বাধীন হইবার পূর্বেই স্বাধীনতাসংগ্রামে লড়াই করা অং সান (অং সান সু চির পিতা) সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হন। ইহার পর একটি দুর্বল গণতন্ত্র লইয়া মিয়ানমার স্বাধীন হয়। মজার ব্যাপার হইল, ১৯৫৮ সালে জেনারেল নেউইনের অধীনে দুই বত্সরের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং তাহার অধীনেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার আসে; কিন্তু ১৯৬২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল নেউইন ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারকে এককভাবে শাসন করেন। তিনি বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি করিয়া দেশটিকে সমাজতান্ত্রিক করিয়া তোলেন। প্রথমে সরাসরি সেনাশাসন থাকিলেও ১৯৭৪ সালে তিনি কনস্টিটিউশনাল ডিক্টেটরশিপ চালু করেন।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ২০০৮ সালে একটি সংবিধান রচনা করে যাহা ১৯৯০ সালের পর মিয়ানমারের জনগণকে ভোটের পথে টানিয়া আনে। সেই সংবিধান অনুযায়ী ২৫ শতাংশ আসন থাকিবে সেনাবাহিনীর জন্য, যা মিয়ানমারের মানুষ মানিয়া লইতে পারে নাই, তথাপি গণতন্ত্রের জন্য এক ধাপ আগাইয়াছিল। ২০১৫ সালে যে নির্বাচন হয় সেইখানে অং সান সু চির ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যদিও সু চির প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল, তথাপি তিনিই ছিলেন মিয়ানমারের ডিফ্যাক্টো নেতা; কিন্তু আবারও বিপত্তি ঘটে ২০২১ সালে, সেনাবাহিনী জেনারেল মিং অং লাইঙের নেতৃত্বে আবার ক্ষমতা দখল করিয়া লয়। এইবার মিয়ানমারের গণতন্ত্রকামী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হইয়া জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়। যদিও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন বহুদিন ধরিয়াই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তাহাদের বেশ কয়েকটি শক্তিশালী পক্ষ একত্রিত হওয়ায় মিয়ানমার এখন প্রায় ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবে মিয়ানমার সরকার বর্তমানে দেশের মাত্র ৩০ শতাংশ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিতেছে বলিয়া পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক বিশ্ব, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দেশগুলি মিয়ানমারের এই অগণতান্ত্রিক আচরণ কখনোই ভালো চোখে দেখে নাই। এবং সর্বশেষ নির্বাচিত সরকারকে হঠাইয়া দেওয়ায় তাহারা আরো বিরাগভাজন হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের উপর এই যাবত্ ১৯টি বড় নিষেধাজ্ঞা দিয়াছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২০২২ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে নিন্দা জানাইয়া রেজুলেশন পাশ করে। মিয়ানমারের সামরিক সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক এই সকল অসহযোগিতার ফলে অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে সামরিক শাসন, অন্যদিকে ভাতের অভাব মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগকে ভয়ানক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী এতটাই প্রতিরোধের মুখে পড়িয়াছে যে তাহাদের নিয়মিত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা ভারত ও বাংলাদেশে পালাইয়া আশ্রয় লইতে শুরু করিয়াছে। এই রকম পরিস্থিতিতে মিয়ানমার টুকরা হইয়া গেলে অবাক হইবার কিছু থাকিবে না। অথচ স্বাধীনের পর সামরিক কর্মকর্তারা উচ্চাভিলাষী হইয়া না উঠিলে, গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশ পরিচালনা করিতে দিলে নিশ্চয়ই মিয়ানমারকে আজিকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইত না।

দিল্লিতে '৬০০ বছরের প্রাচীন মসজিদ' ভেঙে দেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে রহস্য

দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ডিডিএ ২০২৩ সালে হাইকোর্টে তাদের বক্তব্য জানাতে গিয়ে বলেছিল যে তারা মেহরৌলিতে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের মালিকানাধীন মসজিদ, কবর এবং অন্যান্য বৈধ সম্পত্তি ভাঙবে না কারণ সেগুলির ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। গত সপ্তাহে ডিডিএ জানায়, মসজিদ ভাঙার ব্যাপারে একটি ধর্মীয় কমিটি 'অনুমোদন দিয়েছিল'। লিখেছেন **জোয়া মতিন,বিবিসি নিউজ**।

ফাওয়াদের প্রিয় রঙ সবুজ। বারো বছরের এই কিশোরের তাই চারদিকের সবুজ ঘাস, গাছ-গাছালি খুব প্রিয় ছিল। ফাওয়াদ ভারতের রাজধানী দিল্লির যে মাদ্রাসায় থাকত, সেখানে যে চারপাশে অনেক গাছ।

বছর দুয়েক আগে হঠাৎ করেই বাবা আর মা মারা যাওয়ার পরে পড়শি রাজ্য থেকে দিল্লির যে মাদ্রাসায় থাকতে এসেছিল ফাওয়াদ, জায়গাটা সেকারণেই ভাল লেগে গিয়েছিল, নিরাপদ মনে হয়েছিল জায়গাটা।

পাশের মসজিদেও ছিল সবুজ রঙের ছড়াছড়ি – ছাদের কড়িকাঠ, খিলান – সেসবও ছিল সবুজ রঙের।

ছিল।

এখন আর নেই।

কারণ ফাওয়াদদের মাদ্রাসাসহ প্রায় ৬০০ বছরের পুরনো আখুন্দজি মসজিদটাই সপ্তাহ দুয়েক আগে বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা ডিডিএ।

দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা ডিডিএ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি সংস্থা। তারা বলছে ওই মসজিদটি অবৈধভাবে বনাঞ্চল দখল করে ছিল।

প্রাচীন ওই মসজিদ, একটি মাদ্রাসা যেখানে ফাওয়াদ এবং আরও ২৫ জন শিক্ষার্থী থাকত, যাদের বেশিরভাগই এতিম। মসজিদ পরিসরেই অবস্থিত এক সুফি সাধকের মাজারও ভেঙে দেওয়া হয় ৩০শে জানুয়ারি।

মধ্যযুগীয় এলাকা মেহরেলি

দিল্লিতে যে সাতটি মধ্যযুগীয় এলাকা রয়েছে, মেহরেলি তারই অন্যতম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা প্রাচীন সৌধ আর স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ। বিখ্যাত কুতুব মিনারও এই মেহরেলি অঞ্চলেই। আবার সেখানেই ৭৮৪ একর জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে বনাঞ্চল 'সঞ্জয় বন'। ডিডিএ এক বিবৃতিতে বলেছে যে মসজিদটি একটি "অবৈধ কাঠামো" ছিল, যা "বিনা বাধায়, কোনও সমস্যা ছাড়াই" ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

তবে মসজিদের ইমাম জাকির হুসেন এবং তাদের আইনজীবী শামস খাজা এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন যে সম্পত্তিটি দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের অধীন। ওই ওয়াকফ বোর্ডই শহরে ইসলামিক সম্পত্তিগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

মি. হুসেন দাবি করেছেন যে কাঠামোটি ভেঙে ফেলার আগে তাদের লিখিত নোটিশ দেয়নি ডিডিএ। তিনি আরও অভিযোগ যে কয়েকটি কুরআনও নষ্ট হয়েছে, শিশুদের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে দেওয়া হয় নি। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, যেসব নথি ছিল মসজিদে, যা দিয়ে প্রমাণ করা যেত যে মসজিদটি অবৈধ ভাবে দখল করা জমিতে অবস্থিত ছিল না, সেসবও বেআইনি ভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে। "আমাদের শীতের মধ্যে বার করে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রার্থনা করা ছাড়া কিছুই করতে পারছি না আমরা," বলছিলেন মি. হুসেন।

বনাঞ্চলে জবরদখল?

ডিডিএ অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে যে মসজিদটি যে জমিতে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা তাদের এলাকা। ডিডিএ-র উদ্যান বিভাগের প্রধান কমিশনার রাজীব কুমার তিওয়ারি বিবিসিকে বলেন, "আমরা ঘটনাস্থল সাফ করার সময় কিছু বই পেয়েছি এবং আমরা মসজিদ কর্তৃপক্ষকে সেগুলো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে বলেছি। মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার পর থেকে কর্তৃপক্ষ মেহরৌলির আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, যার মধ্যে দিল্লির প্রথম সুফি সাধকদের একজনের মাজারও রয়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এ ঘটনায়। তারা বলছেন, শত শত বছরের পুরনো স্থাপনাগুলিকে কী ভাবে অবৈধ তকমা দেওয়া যায়? তাদের আরও অভিযোগ যে পরিকল্পিত ও অন্যায়ভাবে মুসলিম সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলিকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে।

তবে ডিডিএ জানাচ্ছে, 'সঞ্জয় বন'-এ যে ২০টি ধর্মীয় কাঠামো সরিয়ে দেওয়া হবে, তার মধ্যে ১৬টি মাজার এবং চারটি মন্দির রয়েছে। "স্পষ্টতই একটি প্যাটার্ন উঠে আসছে এবং এটি দেশের জন্য বিপজ্জনক নজির স্থাপন করছে যেখানে সব ধর্মকে সমানভাবে বিবেচনা করার কথা," বলছেন ইতিহাসবিদ সোহেল হাশমি। কিন্তু ডিডিএ-র কর্মকর্তা মি. তিওয়ারি বলেন, 'পুরোপুরি আইনি' পদক্ষেপকে অহেতুক ধর্মীয় রং দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন যে ডিডিএ প্রায়শই মন্দির সহ সরকারি জমিতে জবরদখল হটানোর কাজ করে এবং মসজিদ যেদিন ভাঙ্গা হয়েছে সেই একই দিনে অন্য এলাকায় পাঁচটি মন্দিরও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। "আমরা শুধু আমাদের কাজ করছি," তিনি বলেন।

'আগে থেকে ঘোষণা করা হয় নি'

মসজিদের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা বলছেন, মসজিদটি ভাঙা হবে, এমন কোনও ঘোষণা আগে থেকে করা হয় নি। ভাঙ্গা শুরুর সময়ে তাই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

বিবিসি নয়জন শিশুর সঙ্গে কথা বলেছে, যারা জানিয়েছে, ভোর ৫টায় তারা যখন সকালের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠেছিল, তখনই তারা বিকট শব্দ শুনতে পায়। তাদেরই একজন ওমরের মনে আছে, কয়েক ডজন পুলিশ, কয়েকটি বুলডোজার এবং "কিছু রাগী চেহারার লোক চিৎকার করে আমাদের বাইরে আসতে বলছিল। এমন সময় ইমাম সাহেব ছুটে এলেন। 'দৌড়াও, পালাও' বলে চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

"যা পাও নিয়ে দৌড়াও," শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন তিনি।

ওমর দৌড়িয়েছিল শুধু একটা সোয়েটার আর চপ্পল হাতে। তার বন্ধু মুরীদ সেটাও করতে না পেরে খালি পায়ে পালিয়ে যায়। আরও পাঁচটি শিশু, যাদের বয়স ১০ বছর, তারাও কোনও শীতের পোষাক বা জুতো পড়ার সময় পায় নি। একটি শিশু, জাফরের কথায়, "আমার ভাগ্য ভাল, অন্তত খাবারের থালাটি নিয়ে আসতে পেরেছি। আর আমার প্রিয় ব্যাটটা। শুধু যে শিশুরাই বিধ্বস্ত তা নয়। মিঃ হুসেন, যিনি তার পরিবারের সঙ্গেই মসজিদের পাশে একটি ছোট বাড়িতে থাকতেন, তিনিও গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।

তিনি এখনও প্রতিদিন ওই জায়গাটি দেখতে যান। কিন্তু বেশি কাছাকাছি গেলে পুলিশ কর্মীরা তাকে থামিয়ে দেয়।

মাদ্রাসায় ইংরেজি ও হিন্দির শিক্ষক মুজাম্মিল সালমানি বলছিলেন, তার চাচাকে মসজিদের পাশের কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। বুলডোজার দিয়ে সেটাও ভেঙ্গে দেওয়ার পরে তারা শুধু তার কবরের কিছু ভাঙা পাথরের টুকরো খুঁজে পান।

বাহাদুর শাহ জাফরের ইতিহাস জড়িত

মসজিদটির ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না - কেউ কেউ বলেন যে এটি ত্রয়োদশ শতকে রাজিয়া সুলতানা নির্মাণ করেছিলেন, যাকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নারী মুসলিম শাসক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আবার কেউ কেউ বলছেন, এর বয়স আরও বেশি হতে পারে। মি. হাশমি বলেন, কাঠামোটিতে ধূসর পাথরের ব্যবহার এই ইঙ্গিত দেয় যে এটি প্রায় ৬০০-৭০০ বছর আগে সুলতানি আমলে নির্মিত।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) নথি থেকে জানা যায়, ১৮৫৩ সাল নাগাদ শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের আমলে মসজিদটির সংস্কার করা হয়। ঐতিহাসিক রানা সাফভির কথায়, মসজিদটিতে সম্রাটের নিজের লেখা একটি শিলালিপিও ছিল। বেশিরভাগ কাঠামোর সংস্কার করা হলেও, মিজ সাফভি বলেন যে মসজিদটি এখনও ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন, যা সংরক্ষণ করা উচিত ছিল। "সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, যে মসজিদটির সঙ্গে শেষ মুঘল সম্রাটের ইতিহাস জড়িয়ে আছে, সেটা কী করে গুরুত্বহীন হয়ে গেল?" প্রশ্ন রানা সাফভির।

যদিও ডিডিএ বলছে, মসজিদের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের কাছে কোনও নথি নেই।

মি. তিওয়ারি বলেন, "ভবনটি ভেঙ্গে দেওয়ার পরে আমরা জানতে পেরেছি যে ঐতিহাসিকরা এরকম দাবি করছেন,"

তার কথায়, "ভবনটিকে বেশ আধুনিকই দেখাচ্ছিল, মোটেও অত পুরনো ছিল না। আমরা জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত স্মৃতিসৌধগুলি সংরক্ষণ করি, তবে এই ভবনটি নিয়ে এরকম কোনও রেকর্ড নেই।"

উসামা, যিনি একটাই নাম ব্যবহার করেন, তিনি একজন স্থপতি। অবসর সময়ে মেহরেলি এলাকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন মি. উসামা।

তার মনে আছে তিনি মসজিদে শিশুদের সঙ্গে নানা উৎসব উদযাপন করতেন। সারা দেশ থেকে অনেকে মসজিদে নামাজ পড়তে আসতেন, তাদের সঙ্গেও গল্প হত মি. উসামার।

"যদিও এটি জঙ্গলের ভেতরে ছিল, তবে জায়গাটি একটি সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে সব ধরনের মানুষই আসতেন।

'ধর্মীয় কমিটির অনুমোদন'

ক্রমবর্ধমান নগরায়ন নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় ১৯৯০-এর দশকে দিল্লি শহরের শেষ সবুজ বনাঞ্চল হিসাবে 'সঞ্জয় বন' সংরক্ষিত অরণ্যের মর্যাদা পায়।

সম্প্রতি ডিডিএ ওই এলাকায় জবরদখল বিরোধী তৎপরতা শুরু করেছে।

তবে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে বনটি সংরক্ষিত অরণ্যের মর্যাদা পাওয়ার অনেক আগে থেকেই মসজিদটির অস্তিত্ব ছিল তাই এটিকে জবরদখল হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

তাঁদের আশঙ্কা, এই ধরনের পদক্ষেপ মেহরৌলির অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনাকেও হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

সোহেল হাশমি বলেন, "বনাঞ্চল যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বনাঞ্চল আর তার ভেতরে থাকা ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলির মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব হওয়া উচিত নয়। দুটোই সংরক্ষণ করা দরকার।".দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ডিডিএ ২০২৩ সালে হাইকোর্টে তাদের বক্তব্য জানাতে গিয়ে বলেছিল যে তারা মেহরৌলিতে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের মালিকানাধীন মসজিদ, কবর এবং অন্যান্য বৈধ সম্পত্তি ভাঙবে না কারণ সেগুলির ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। গত সপ্তাহে ডিডিএ জানায়, মসজিদ ভাঙার ব্যাপারে একটি ধর্মীয় কমিটি 'অনুমোদন দিয়েছিল'। মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে আদালতে অভিযোগ করেছে যে ডিডিএ কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। ওই রায়ে ডিডিএকে বলা হয়েছিল যে ওই এলাকায় যে কোনওরকম ভাঙ্গাভাঙ্গি করার আগে ওয়াকফের মালিকানাধীন জমিগুলি চিহ্নিত করতে।

এই সব বিতর্ক থেকে দূরে, ফাওয়াদ অন্য একটি মসজিদে তার নতুন আশ্রয়স্থলের উঠোনে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলছিল।

নতুন জায়গাটা যে তার খুব অপছন্দের, তা নয়। তবে নতুন জায়গাতে সবুজ গাছপালা কম। তাই "হয়ত প্রিয় রঙ হিসাবে আমাকে অন্য একটা রঙ খুঁজে নিতে হবে," বলছিল ফাওয়াদ।

পরিচয় গোপন রাখতে শিশুদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে

পাকিস্তানে কারাবন্দি ইমরানের পক্ষে জনগণের ভোটবিপ্লব

আলতাফ পারভেজ

পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফল দেখে দেশটির মানুষ বিস্মিত। সে বিস্ময়ের জন্মদাতাও আবার তাঁরাই। চূড়ান্ত কোণঠাসা অবস্থায় নির্বাচন করেও ইমরান খানের সমর্থক 'স্বতন্ত্র' প্রার্থীরা প্রাথমিক ফলাফলে এগিয়ে আছেন। আবার একই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব দেখে মানুষ বিক্ষুব্ধ। তাঁরা বুঝতে পারছেন না, পিটিআইয়ের সমর্থক স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আদৌ জিততে দেওয়া হবে কি না।

বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে সম্ভাব্য সরকার গঠন নিয়েও। যেহেতু ইমরান খানের সমর্থকেরা কোনো নির্দিষ্ট প্রতীকে নির্বাচন করেননি, সে কারণে কীভাবে, কোন দলীয় পরিচয়ে এই সরকার গঠিত হবে, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন–সেসব বিষয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ জনতা নিজেরাই যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তার পরিণতি তাদের জানা নেই। পাকিস্তানের এ অবস্থার সঙ্গে অনেকখানি মিল পাওয়া যাচ্ছে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার গণ-আন্দোলনের, যখন জনতা দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের প্রাসাদ থেকে তাড়াতে পারলেও সে বিজয়কে গঠনমূলক কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে পারেনি।

ভোটের ফল আটকে রাখা হয়েছে যেভাবে

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পরও আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধেক আসনের ফলও পাওয়া যায়নি। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফলাফলের নানান তথ্য-উপাত্ত ছড়িয়ে পড়েছে–যাতে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহেরিক-ই-ইনসাফ বা পিটিআইয়ের সমর্থক প্রার্থীদের বিপুলসংখ্যায় বিজয়ী দেখা যাচ্ছে।

হতবাক হয়েছে পিটিআইও

ভোটের দিনের আগপর্যন্ত ইমরান খানের দল পিটিআই বলেছে, তারা যদিও এই ভোটে অংশ নিচ্ছে, কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের এই অভিমত মিথ্যা ছিল না। দল হিসেবে তাদের নিজস্ব প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি। তাদের নেতা ইমরান খানকে ভোট থেকে দূরে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ২৪ বছর কারাদণ্ডের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে এত সব বাধা পেরিয়ে পিটিআই এখন নির্বাচনী ফলাফলের গতি দেখে উল্লসিত। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে রাতেও তাদের সমর্থকদের রাস্তায় আনন্দ-ফুর্তি করতে দেখা গেল। সামগ্রিকভাবে মনে হয়েছে, জনগণ বিপুল হারে ভোট দিয়েছেন এবং সেটা পিটিআইয়ের দাঁড় করানো স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষে গেছে।

সেনাবাহিনী, সেনাসমর্থিত নির্বাচনকালীন সরকার, রাজনৈতিক ভাষ্যকার, পিটিআইসহ সবাইকে বিস্মিত করেছেন সাধারণ ভোটাররা। এখন প্রাথমিক ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনী ফলাফলে হস্তক্ষেপ না করলে ইমরান-সমর্থক স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। শুক্রবার ভোরে প্রথম ঘোষিত তিনটি আসনই পেয়েছেন এ রকম স্বতন্ত্ররা। ইমরানের অনুপস্থিতিতে যিনি এই দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, সেই গওহর খান বলছেন, তাঁদের স্বতন্ত্ররা ভোট হওয়া ২৬৫ আসনের মধ্যে ১৫০ আসনে এগিয়ে আছেন। কিন্তু এই স্বতন্ত্ররা বহু মার্কা নিয়ে নির্বাচন করেছেন। এর ফলে সুযোগ পেলে তাঁরা কার নেতৃত্বে, কীভাবে সরকার গড়বেন, সেটাও এই মুহূর্তে বড় এক ধাঁধার বিষয় হয়ে আছে।

ইমরান-বিরোধীরা যা বলছেন

ফলাফলের প্রাথমিক প্রবণতায় পিটিআইয়ের জয় দেখা গেলেও নওয়াজ শরিফের মুসলিম লিগ বলছে, তারাই কেন্দ্রে ও পাঞ্জাবে সরকার গড়তে যাচ্ছে। নওয়াজের মেয়ে সে রকমই এক বিবৃতি দিয়েছেন। এই দাবির ভিত্তি খুঁজে পেতে নিশ্চিতভাবে ফলাফলের পরবর্তী অধ্যায় দেখতে হবে। তবে সিন্ধুতে অতীতের মতোই পিপলস পার্টিকে এগিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় ইমরানের দল পিটিআই বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকবে বলে লক্ষণ বলছে। বেলুচিস্তানের পরিস্থিতি এখনো অনিশ্চিত।

নির্বাচন কমিশন যা বলছে

চলতি নির্বাচনকালে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন নিয়ে জন-আস্থার ব্যাপক ঘাটতি ছিল। ভোট শেষ হওয়ার ৯ ঘণ্টা পর তারা প্রথম ফলাফল ঘোষণা করতে সক্ষম হয়। ভোট হওয়া ২৬৫ আসনের মধ্যে ভোর চারটা পর্যন্ত মাত্র ৩টি আসনের ফলাফল ঘোষণা হয়। এ রকম বিলম্বের কোনো কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। অজুহাত হিসেবে দেখানোর মতো ভোটের আগে-পরে দেশজুড়ে কোনো সহিংসতাও নেই। ফলাফল ঘোষণার ব্যাখ্যাহীন বিলম্বে স্বাভাবিকভাবে ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাস বেড়েছে। মানুষ এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না, ব্যালট পেপারে তাঁরা যা বলে এসেছেন, ভোটের ফলে সেটার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটবে।

এ অবস্থা পাকিস্তানের নির্বাচনী আইনেরও লঙ্ঘন। সেখানে ১৩ (৩) ধারায় রিটার্নিং অফিসারদের জন্য ভোট হওয়ার পরদিন সকাল ১০ টার আগে প্রাথমিক ফলাফল সংকলিত করার বাধ্যবাধকতা আছে।

মানুষের সন্দেহের মুখে সশস্ত্র বাহিনী

নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করে বিবৃতি দিয়েছে সশস্ত্র বাহিনী। তবে বারবার ইন্টারনেট-ব্যবস্থা কেন কাজ করছে না, সে বিষয়ে কোনো তরফে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিকান্দার সুলতান রাজা এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী নানান ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মানুষ অবশ্য ভাবছেন, এসবই ঘটছে সেনাবাহিনীর ইঙ্গিতে, যারা মুসলিম লিগ নেতা নওয়াজ শরিফকে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছিল বলে নির্বাচনের আগে ইঙ্গিত মিলেছে। তবে এখন সেটা দুরূহ হয়ে গেল।

ভোটের ফলাফল পাল্টে সে রকম কিছু ঘটানো হলে শুরু থেকে নওয়াজকে ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে এবং সম্ভবত তৃতীয় প্রধান দল পিপলস পার্টি সেই সরকারে যুক্ত হবে না। এর ফলে এ রকম একটা সরকারকে টিকে থাকার শর্ত হিসেবে পুরোপুরি সেনা সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হবে।

আমেরিকার জন্যও এই ফলাফল বিব্রতকর

চূড়ান্ত ফল যেটাই ঘোষিত হোক, আপাতত যা স্পষ্ট, তা হলো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নেতা হিসেবে ইমরান খানকেই পছন্দ করছেন। আন্তর্জাতিকভাবে এটা আমেরিকার জন্য কিছুটা বিব্রতকর হয়েছে। ইমরানের পদচ্যুতি ও বন্দিত্বের ঘটনাবলিতে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে তারা গত কয়েক মাসজুড়ে নীরবে সমর্থন দিয়েছে বলেই মনে হয়েছে। এখন পিটিআইয়ের সমর্থকদের জাতীয় পরিসরে যেকোনোভাবে ফিরে আসার মানে হবে ইমরানের কারামুক্তি। স্বভাবত তখন রাজনীতিতে চালকের আসনে থাকবেন তিনি এবং আমেরিকার সঙ্গে দেশটির টানাপোড়েনের নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে। একই অবস্থা তৈরি হতে পারে বর্তমান সেনা নেতৃত্ব ও ইমরানের মধ্যেও, যা পাকিস্তানকে নতুন করে তীব্র এক রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংকটে ফেলবে।

পাকিস্তানের অনিশ্চয়তায় বার্তা আছে অন্যদের জন্যও

পাকিস্তানের এবারের ভোটে ৪ লাখ ৬৫ হাজার পুলিশ ও ১ লাখ ৩৭ হাজার সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল। ভোটে সহিংসতা হয়েছে সামান্যই। কিন্তু এত নিরাপত্তায় হওয়া এই ভোটও দেশটিকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিতে না পারার ভেতর আশপাশের সব দেশের জন্য গুরুতর এক বার্তা রয়েছে। সেই বার্তা হলো নির্বাচনী গণতন্ত্রে একবার দুর্নীতিপূর্ণ হস্তক্ষেপ ঘটে গেলে তা থেকে একটা দেশকে সহজে বের করে আনা যায় না। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন থেকে প্রধান একটা দলকে সরিয়ে রাখার ক্রমাগত বিপুল চেষ্টা এবং প্রশাসনিক চাপে ম্রিয়মাণ এক প্রচারণার মধ্যেও হতাশ ভোটাররা বিপুলভাবে কেন্দ্রে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সজীব রাখতে চাইছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক ভূমিকায় সেটা হয়ে উঠছে না। এর ফলে পাকিস্তানে আসন্ন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দায় মূলত সেখানকার সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ঘাড়েই বর্তায়। পাশাপাশি এ রকম প্রশ্নও ওঠে, ভোটবিপ্লবের বাইরে আর কোন উপায়ে এ রকম ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করা যাবে? চলতি ভোটবিপ্লব ছিনতাই হয়ে গেলে ইমরানের দলই–বা কী করবে?

প্রথম নজর

সরস্বতী পুজোকে ঘিরে অশান্তি ছাত্রপরিষদের সঙ্গে অধ্যাপিকার

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: কলেজে সরস্বতী পুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের নেতাদের সঙ্গে অশান্তি কলেজের এক অধ্যাপিকার। ঘটনাটি বীরভূমের ময়ূরেশ্বরের লোকপাড়া মহাবিদ্যালয়ে। কলেজের অধ্যাপিকার অভিযোগ, বহিরাগতরা কলেজে ঢুকে তাকে হেনস্তা করেছে। পাল্টা অভিযোগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্থানীয় নেতার। তার অভিযোগ, জাতপাত তুলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে অপমান করেছেন ওই অধ্যাপিকা। ঘটনায় একে অপরের পক্ষে ময়ুরেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।লোকপাড়া কলেজে অধ্যাপিকা রোশনি দে'র অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ময়ূরেশ্বর-২ ব্লক সভাপতি মানব মণ্ডল, বৃহস্পতিবার দু'দফায় কলেজের টিচার্স রুমে ঢুকে তাকে হেনস্তা করে। পাশাপাশি টিচার্স রুমে ঢুকে তাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর কলেজের কালচারাল বিভাগ সরস্বতী পুজোর খরচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছিল কলেজ কতৃপক্ষ। তাতে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ কালচারাল বিভাগকে সমর্থনও করলেও একাংশ পড়ুয়া সমর্থন করেননি। কালচারাল বিভাগের কনভেনার অধ্যাপিকা রশ্মি দে'র অভিযোগ, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমাদের সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে এলাকার কিছু বহিরাগত ছাত্র। এরপর মানব মণ্ডল নামে ওই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা কিছু বহিরাগত ও রানিং স্টুডেন্টদের নিয়ে টিচার্স রুমে ঢুকে আমাকে হেনস্তা করতে শুরু করে। যদিও অধ্যাপিকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা। তার পাল্টা অভিযোগ, ওই অধ্যাপিকা বিজেপি করেন। সেই কারনে তিনি তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সমর্থকদের জাতপাত তুলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি।

মদিনা নগর মাদ্রাসার বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনাপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের দক্ষিণ চৌহাটি মদিনা নগর মাদ্রাসায় বার্ষিক সভা ও হজ প্রশিক্ষণ শিবিরি অনুষ্ঠিত হল শনিবার। মদিনা নগর ইসলামিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহিরির পৌরহিত্যে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সাকল আটা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত হজ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালানা করেন মাওলানা আবুল কালাম। এরপর শুরু হয় বার্ষিক সভা। সভাপতিত্ব করেন শাইখুল হাদিস মুফতি লিয়াকত আলি। তিনি বলেন, শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা নয়, দ্বীনি শিক্ষাও শিখতে হবে আখেরাতের জন্য। বিশিষ্ট অতিথি প্রাক্তন বিচারক তথা রাজ্য সংখ্যালগু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন্তাজ আলি শাহ বলেন, ইংরেজি ও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার শিক্ষায়ও এগিয়ে আসতে হবে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক তৈরি করতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সাদারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বলেন, খারিজি মাদ্রাসায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ জরুরি। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। মদিনা নগর মাদ্রাসার সম্পাদক ইমাম হোসেন বলেন, এই মাদ্রাসা শুধু দ্বীনি শিক্ষা দেয় না, একই সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষাও দিয়ে চলেছে। এদিন বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতি জাকারিয়া, মাওলানা মাসুদ আহমেদ. মাওরানা আবদুল মজিদ, আল আমীন মিশনের খাসমল্লিক শাখার সঞ্চালক আবুল কালাম, প্রাক্তন আর্মি অফিসার নুর মুহাম্মদ, হাজি ঈদ বক্স, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হাজি আবুল ফারাহ, লুতফর রহমান, হাজি ইউসুফ মোল্লা প্রমুখ।

এতিমখানা মাদ্রাসায় ঈসালে সওয়াব

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গার ঐতিহ্যবাহী রায়কোলা অহিদীয়া এতিমখানা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ঈছালে সওয়াব মাহফিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা জুনাইদ সিদ্দিকী সাহেব । এ দিন ৬ জন হিফজ ফারেগ ছাএকে পাগড়ি প্রদান করা হয় । সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ আজিজুল আম্বিয়া সাহেব, মাওঃ আমিনুল আম্বিয়া সাহেবের দোওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে । উপস্থিত ছিলেন পানিগোবরা মাওলানা ফারুকুজ্জান আজিজী সাহেব।

প্রশ্নের উত্তর না বলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বেদম প্রহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাকপুর

আপনজন: প্রশ্নের উত্তর না বলায় ইছাপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষাপ্রশ্নের উত্তর না বলায় ইছাপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বেদম প্রহার। প্রশ্নের উত্তর না বলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বেদম প্রহার করার অভিযোগ উঠল অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। নোয়াপাড়া থানার ইছাপুরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ইছাপুর নর্থ ল্যান্ড হাই স্কুল ও গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের সিট পড়েছে ইছাপুর বিভু কিঙ্কর হাই স্কুলে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস পরীক্ষার দিন ইছাপুর নর্থ ল্যান্ড হাই স্কুলের ছাত্র শুভ বর্মনকে গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের দু-তিনজন ছাত্র উত্তর বলে দিতে বলেছিল। কিন্তু শুভ ওদেরকে উত্তর বলে সাহায্য করেনি। অভিযোগ, পরীক্ষা কেন্দ্রে থেকে বেরোতেই বিভু কিঙ্কর স্কুলের কাছেই শুভকে গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের তিন-চার মারধোর শুরু করে। সেইসময় শুভ-র এক সহপাঠী পুলিশকে জানালে পুলিশ আক্রমনকারীদের হটিয়ে দেয়। আক্রান্ত ছাত্রের পিতা কালু বর্মনের অভিযোগ, পুলিশ ওদেরকে সরিয়ে দেওয়ার পর স্কুল থেকে ১৫০ মিটার দূরে একটা জিমের সামনে গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের একদল ছাত্র ছেলেকে ব্যাপক মারধোর করে। পরদিন ছেলেকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করি। বৃহস্পতিবার রাতে ছেলেকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এনেছি। ওইদিন রাতেই নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। কালু বাবুর দাবি, হাসপাতালে ভর্তি থাকায় ছেলে ভূগোল ও অংক পরীক্ষা দিতে পারেনি। এদিন জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা খুব কষ্টে দিয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বেদম প্রহারের ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীরা। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পরীক্ষার্থী গারুলিয়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জন নগরের বাসিন্দা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শুভর মা বলেন, আমার ছেলেকে ওরা মারলো কিন্তু ওরা দিব্যি পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে ।আমার ছেলেটাই পরীক্ষা দিতে পারল না। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। নোয়াপাড়া থানা অবশ্যই জানিয়েছে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাধ্যমিক শেষে ছাত্রদের দেওয়া হল সংবর্ধনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন:পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৪৩ জন। শেষ দিনের পরীক্ষার শেষে মাধ্যমিকের সমস্ত পরীক্ষার্থীদেরকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হলো। ছাত্রদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং দেশের সুনাগরিক হওয়ার বিশেষ বার্তা দেয়া হয়। তার সঙ্গে পরিবার মা বাবার সঙ্গে কিভাবে সু সম্পর্ক রেখে চলতে হবে সেই বার্তা ও তাদেরকে দেয়া হয়।। ছাত্রদের হাতে সুদৃশ্য মেমেন্টো ও একটি করে পেন তুলে দেওয়া হয় এবং ছাত্রদেরকে মিষ্টিমুখও করানো হয়। বিদায় সংবর্ধনাতে উপস্থিত ছিলেন সেহারা বাজার রহমানিয়া আলামিন মিশনের সভাপতি হাজী বদরুল আলম, মিশনের সহ-সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম ও মাদ্রাসা দারুল উলুম এর কার্যকরী সম্পাদক হাজী আসরফ আলি। আবেগ ঘন পরিস্থিতিতে ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয় ।ছাত্ররা প্রায় ছয় বছর ধরে মিশনে পড়াশোনা করার পর বাড়িতে পৌঁছাবে সে কথা চিন্তা করে ছাত্রদের চোখে জল। ছাত্ররা শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইন্দাসে মহিলা তৃণমূল সভায় মিষ্টিমুখ

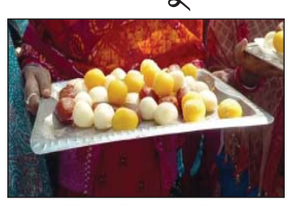

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে না পেয়ে ব্লক সভাপতিকেই লক্ষীর ভান্ডারের টাকা দিয়ে মিষ্টি কিনে মিষ্টিমুখ করালেন এলাকার মহিলারা।

বাজেটে লক্ষীর ভান্ডারে অর্থ বৃদ্ধির ঘোষণায় ব্যাপক খুশি মহিলারা, মহিলাদেরও মিষ্টিমুখ করালো নেতারা, ভোট বৈতরণী পার করার জন্য চমক দিচ্ছে তৃণমূল দাবি বিজেপির ।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এই বাজেটে মহিলাদের লক্ষীর ভান্ডারে যারা ৫০০ টাকা পেতেন তাদের জন্য এক হাজার টাকা করা হয়েছে এবং যারা এক হাজার টাকা বেতন তাদের জন্য বারোশো টাকা করা হয়েছে। আর এতেই দিকে দিকে খুশি মহিলা মহলে, যে কারণেই মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সৈনিক ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বদের মিষ্টিমুখ করালেন এলাকার মহিলারা।

এলাকার মহিলাদের ও মিষ্টিমুখ করানো হলো ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সব মিলিয়ে লক্ষীর ভান্ডারীর অর্থ বৃদ্ধির ঘোষণায় খুশি মহিলা মহল।

ভাতা বৃদ্ধি: মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য বাজেট অধিবেশন থেকে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। খুশি রাজ্যের মহিলারা, উচ্ছ্বাসে ভাসছেন সকলেই। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শনিবার বিকেলে জলঙ্গী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে মহিলা নেতৃবৃন্দ ও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব

প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি লক্ষীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বৃহস্পতিবার বাজেট প্রস্তাবে পেশ হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটি ১১ লক্ষ মহিলা আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। এবার সেই প্রকল্পে সাধারণ উপভোক্তাদের ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। মাসে আর ৫০০ টাকা নয়। এবার প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে পাবেন সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলারা। তফশিলি জাতি, উপজাতির মহিলাদের জন্য বাড়ানো হয়েছে ২০০ টাকা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বৃদ্ধিতে খুশির আমেজ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য রাজ্যের বাজেটে বাংলার লক্ষী ভান্ডার প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধিরই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে তৃণমূল মিটিং মিছিল করে। শনিবার খয়রাসোল ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মরিয়ম খাতুন, বীরভূম জেলা পরিষদ সদস্যা কামেলা বিবি, খয়রাশোল ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী প্রান্তিকা চ্যাটার্জী, সহ-সভানেত্রী কেনিজ রাসেদ, ব্লক মহিলা নেত্রী রুনু সিংহ প্রমুখ নেতৃত্ব। রামপুরহাট শহর ও রামপুরহাট ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা সংগঠিত হয়। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, রামপুরহাট পৌরসভার পৌরপতি সৌমেন ভকত, রামপুরহাট ১ নাম্বার ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহুয়া সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। অনুরূপ রাজনগর ব্লক এলাকায় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুকুমার সাধু, রানা প্রতাপ রায় প্রমুখ।

চোখের জলে বিদায় আইসির

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: শুক্রবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা প্রাঙ্গনে আই সির বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন হরিহরপাড়া থানার পুলিশ কর্মী, ভিলেজে পুলিশ, ও সিভিক ভলেন্টিয়ারা পুষ্পস্তবক ও উপহার সামগ্রী দিয়ে আই সি কে সম্বর্ধনা জানান। বিগত তিনবছর ধরে হরিহরপাড়া থানার আই সির দায়িত্বে ছিলেন অমিত নন্দী। হরিহরপাড়া ব্লকের বাসিন্দাদের সঙ্গে ছিল তার সুসম্পর্ক। তিনবছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে হরিহরপাড়া ব্লকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। হরিহরপাড়া থেকে বদলি হয়ে পূর্ব মেদনীপুর জেলায় যোগদান করবেন তিনি। আইসির এই বদলি মেনে নিতে পারছেন না তার সহকর্মীরা।

স্কুল ও রাজ্য সরকারি চাকরি পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক দাবি

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বাংলার সমস্ত স্কুল ও সব রাজ্য সরকারি চাকরি পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক চাই।এই দাবি 'বাংলা পক্ষ' সংগঠনের। আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষার অধিকারের এই দুটি দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি দিচ্ছেন সেটাই জানালেন সংগঠনের শীর্ষ নেতা কৌশিক মাইতি।এ বিষয়ে বাঙালির স্বার্থে দুটি দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চিত্রশিল্পী ও কবি থেকে শুরু করে সমাজের বহু গন্যমান্য ব্যক্তিরা সেই চিঠিতে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন। রয়েছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, ভাষাবিদ প্রবাল দাশগুপ্ত, পুরাণবিদ ও ঐতিহাসিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি, রাজ্য সভার সদস্য বিশিষ্ট আমলা জহর সরকার, সঙ্গীতশিল্পী রূপম ইসলাম, চলচ্চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি, কবি মৃদুল দাসগুপ্ত, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সুমন গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যিক অমর মিত্র, বিজ্ঞানী দীপ্যমান গাঙ্গুলি ও কবি মন্দাক্রান্তা সেন ছাড়াও দীর্ঘ নামের তালিকায় সই করেছেন সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন এমন বিশেষ ব্যক্তিত্বরা। ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের তরফে সমস্ত জেলায় ভাষা দিবস পালন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।১৮ ফেব্রুয়ারি 'বাংলা পক্ষ'র তরফে হাজরা থেকে নন্দন পর্যন্ত বিশাল একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বেরোবে, উপস্থিত থাকবেন সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া সাহিত্যিক ও সহযোদ্ধারা।

ফরিদপুর কমিউনিটি হলের ভিত্তি স্থাপন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের ফরিদপুর এলাকায় কমিউনিটি হল ঘরের কাজের শুভ সূচনা করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম ও একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও নেতৃতদের উপস্থিতে ফিতে কেটে ও ভিত কেটে।

দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল যে ফরিদপুর অঞ্চলে একটি কমিউনিটি হল ঘরের সেই মত রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় এবং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ব্যায়ে এই কমিনিউটি হল ঘরের কাজের সূচনা করলেন শনিবার দুপুরে জলঙ্গি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, ফরিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাকিলা বেগম, ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজ আলী, জলঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামিন আহমেদ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতে।

এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম বলেন রাজ্য সরকারের উন্নয়ন সর্বদা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার সর্বত্র চেষ্টা করছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মী হিসেবে ।তিনি আরো বলেন খুব তারাতারি কাজ শেষ করে ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে অঞ্চলের মানুষ কে উপহার দেওয়া হবে ।পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরো বলেন এদিন কমিউনিটি হল ঘরের কাজের সূচনা করার পাশাপাশি জলঙ্গী অঞ্চলের হুকহারা মোড় থেকে ঝাউদিয়া গ্রাম পর্যন্ত পিচ রাস্তার বেহাল দশা ছিল সেই পিচ রাস্তা সারায়ের দাবি ছিল এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের সেই কথা মেনে পিচ রাস্তার নতুন করে আবার সংস্করণ এর কাজ শুরু হলো এদিন প্রায় নয়শো মিটার পিচ রাস্তার। যার মাধ্যমে বেশকিছু গ্রামারের মানুষ উপকৃত হবেন বলেও তিনি জানান ।

পিচ রাস্তা ও কমিউনিটি হল ঘর পেয়ে খুশি ফরিদপুর ও জলঙ্গী সহ ঘোষপাড়া অঞ্চলের সাধারণ মানুষ।

চার থানায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একদিনে চার থানা এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা, সাগরপাড়া এবং দৌলতাবাদ থানার পুলিশ ভিন্ন চারটি ঘটনায় পাঁচজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। সপ্তাহ দুয়েক আগে মুর্শিদাবাদ থানার নূতনগ্রাম অঞ্চলের দিয়াড় ঘোষপাড়া এলাকায় শ্যামবাবু রায় নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত রথীন রায়কে মোবাইল টাওয়ারের সূত্র ধরে দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদে রথীন রায় পুলিশকে বলে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি তার গোয়াল ঘরে লুকানো রয়েছে। খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি রথীন রায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। অন্যদিকে ভগবানগোলা থানার রামচাঁদমাটি আমবাগান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা-বেচা করার সময় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ভগবানগোলা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম হযরত খান ও কাবিল শেখ, তাদের উভয়ের বাড়ি ভগবানগোলা থানা এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অপরদিকে দৌলতাবাদ থানার পুলিশও অনেককে গ্রেফতার করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৈষ্ণবনগরে আটক ভুয়ো ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের বৈষ্ণবনগরে আটক ভুয়ো ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর। ধৃতর নাম গৌতম দত্ত। বাড়ি মুর্শিদাবাদের ভাকুরিয়া। আজ সকালে তাকে আটক করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বৈষ্ণবনগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন দোকানে ধৃত নিজেকে ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর বলে হানা দেয়। সেই সময় জনসাধারণের সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেয় পুলিশ এসে তাকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারে সে ভুয়ো ইন্সপেক্টর এর পরিচয় দিয়েছে। তারপর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আজ ধৃতকে ৭দিনের পুলিশে হেফাজতের আবেদন চেয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে বৈষ্ণবনগর থানা পুলিশ।

নবগ্রামে মহিলা সমাবেশ তৃণমূলের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার । তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের লক্ষ্যে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শনিবার বৈকালে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে। নবগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে এই সমাবেশে উপস্থিত হন মহিলারা। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা, নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপলাল মন্ডল ,জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষা ওজিফা বেগম, মহিলা সভা নেত্রী তাসলিমা বেগম,সোনালী পান্ডে সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সহ কর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বন্দনায় সভা জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: শনিবার জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারী গণতন্ত্র ধ্বংসকারী কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের অমানবিক রাজনৈতিক চক্রান্তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের পাওনা টাকা থেকে বঞ্চিত করা সত্ত্বেও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের মাসিক ভাতা বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা হয়ে গেল শনিবার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোম্পানীর রাস্তার মোড়ে। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল চন্দ্র নস্কর,গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, কর্ণকান্তি হালদার, হারুণ রশিদ মোল্লা প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রূপকার : সৈয়দ মুজতবা আলী
- নিবন্ধ: কলকাতায় মির্জা গালিব
- অণুগল্প: মিনির সংসার
- গল্প: অহংকারী প্রজাপতি
- ছড়া-ছড়ি: খুঁজে পাওয়া

আপনজন ■ রবিবার ■ ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রূপকার

সৈয়দ মুজতবা আলী

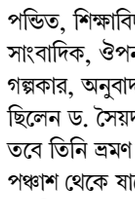

সামগ্রিকভাবে উভয় বঙ্গের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের অন্যতম দিকপাল, পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, অনুবাদক ও রম্যরচয়িতা ছিলেন ড. সৈয়দ মুজতবা আলী। তবে তিনি ভ্রমণ কাহিনীর জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে বিশেষ জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রম্যরচনা বিষয়ক ছোট ছোট রচনা গুলো পাঠকদের নিকটে চিত্তবিনোদন তথা অনাবিল আনন্দের উৎস ছিল। লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান।**

সামগ্রিকভাবে উভয় বঙ্গের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের অন্যতম দিকপাল, পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, অনুবাদক ও রম্যরচয়িতা ছিলেন ড. সৈয়দ মুজতবা আলী। তবে তিনি ভ্রমণ কাহিনীর জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে বিশেষ জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রম্যরচনা বিষয়ক ছোট ছোট রচনা গুলো পাঠকদের নিকটে চিত্তবিনোদন তথা অনাবিল আনন্দের উৎস ছিল। পান্ডিত্য আর হৃদয়বেত্তার সঠিক আনুপাতিক মিশেলে তিনি হাস্যরসকে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সাহিত্যজগতে কখনো ' সত্যপীর ', ' ওমর খৈয়াম ', কখনো বা ' টেকচাঁদ ', অথবা ' প্রিয়দর্শি ' ছদ্মনামে নীরবে নিভৃতে লিখেছেন দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী,সত্যযুগ, মোহাম্মদী, শনিবারের চিঠি, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড,চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর প্রভৃতি পত্রিকায়। তিনি ভ্রমণ প্রিয়তার কারণেই বসবাস করছেন ভারত, জার্মান, আফগানিস্তান ও মিশরে। তাঁর জাতীয়তা ছিল যথাক্রমে ব্রিটিশ ভারতীয় (১৯০৪-১৯৪৭), পাকিস্তানি (১৯৪৭-১৯৪৯), ভারতীয় (১৯৪৯-১৯৭২), বাংলাদেশ (১৯৭২- ১৯৭৪)।

সৈয়দ মুজতবা আলী 'দেশে-বিদেশে ' গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রন্থ খানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠকচিত্ত জয়লাভ করতে সক্ষম হন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের আসামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট বা সিলেটের করিমগঞ্জে একটি বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দার আলী।মাতা ছিলেন আমতুল মান্নান খাতুন। রাবেয়া খাতুন ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী। প্রসঙ্গত তাঁর পিতা ছিলেন সাব রেজিস্ট্রার। তাঁর পৈতৃক ভিটা হলো মৌলভীবাজার এবং পৈতৃক নিবাস ছিল হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার উত্তর সূর গ্রাম। চাকরিসূত্রে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের পর সিলেট সরকারি উচ্চ পাইলট বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি ১৯২১খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষানিকেতনে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি বি এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর দর্শন শাস্ত্র পড়ার জন্য উইলহেম হামরোল্ট স্কলারশীপ নিয়ে জার্মানির বর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখান থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩৪খ্রি: থেকে ১৯৩৫ খ্রি: মিশরের কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। শিক্ষা শেষে কাবুলের শিক্ষা দপ্তরে অধ্যাপনা করেন। বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করার পর দিল্লি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ১৯৪৯ সালে। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খন্ডকালীন প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পঞ্চাশের দশকের কিছুদিন আকাশবাণীর স্টেশনে ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন - পাটনা,কটক, কলকাতা এবং দিল্লিতে। ১৯৬১ খ্রি: বিশ্বভারতীতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ খ্রি: অবসর গ্রহণ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং সিলেটি। তবে তিনি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান,আরবি,ফার্সি, হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠি, গুজরাটি সহ বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জ্ঞানার্জনের তাগিদ তিনি একাধিক ভাষা আয়ত্ত

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের আসামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট বা সিলেটের করিমগঞ্জে একটি বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দার আলী।মাতা ছিলেন আমতুল মান্নান খাতুন। রাবেয়া খাতুন ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী।

করেন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। অনেকগুলো ভাষা জানায় ভাষাবোধ সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তাঁর। ছিল সূক্ষ রসবোধ ও। অন্যদিকে শ্লোক ও রুপকের যথার্থ ব্যাবহারের কারনে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছিল অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যের সরস রচনায় তিনি এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলো হলো অবিশ্বাস্য,শবনম,শহর ইয়ার, তুলনাহীন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী হলো দেশে বিদেশে, জলে ডাঙ্গায়, ভবঘুরে, মুসাফির, বিদেশে। চাচা কাহিনী,পঞ্চতন্ত্র, ময়ূর কণ্ঠি, চতুরঙ্গ, বড়বাবু, সত্যপীরের কলমে প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা। এছাড়াও তিনি ধূপছায়া,রাজা উজির,কত না অশ্রুজল প্রভৃতি প্রবন্ধ সর্বোপরি দিন লিপি, শান্তি নিকেতন প্রভৃতি আত্মজীবনী লিখছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন প্রেম ও হিটলার। তিনি সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন ' নরসিংহ দান ' 'আনন্দ' পুরস্কার ও ' একশে পদক (মরণোত্তর)।

তিনি ১৯৭৪ খ্রি: ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরলোকগমন করেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য কর্ম থেকে নেওয়া অংশগুলো বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলস্তর, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি ছিলেন আজীবন সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তিনি নিজেকে বলতেন বিশ্ব নাগরিক, যার প্রমাণ তাঁর লেখাতেই উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ এই লেখকের বিশ্ব মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, এবং অনুকরণীয় রচনাশৈলী তাঁকে সম্মানের অধিকারী করেছে।

তদুপরি তিনি যে নৈপুণ্যের সাথে বিদেশি চরিত্র তথা আবহ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আনয়ন করেছেন তাও অতুলনীয়। তাঁর ভ্রমণকালীন রচনা গুলোর মাঝে যেন পাঠক গণ খুঁজে পান অত্যান্ত সূক্ষ রসবোধ ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র। তাই তাঁর বিখ্যাত উক্তি ' বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না ' আজও পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।

কলকাতায় মির্জা গালিব

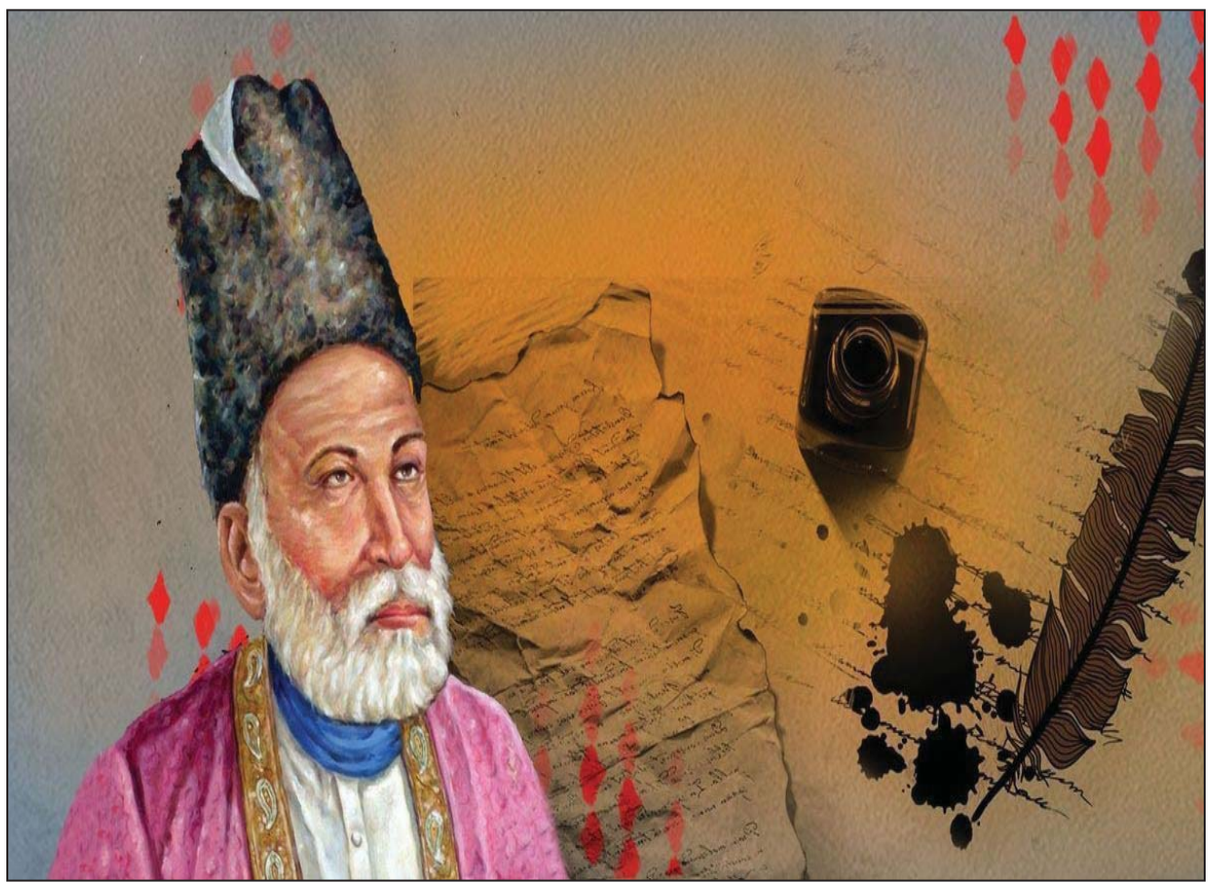

প্রখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব হলেন এমনই একজন মানুষ যিনি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। সংগ্রামের মূর্ত একটা প্রতীক হিসেবেও মানুষ তাঁকে মনে রাখবেন চিরদিন। চির ভাস্বর হয়েও থাকবেন সংগ্রামী মানুষজনদের মানস হৃদয়ে। লিখেছেন **ডা. শামসুল হক।**

প্রখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব হলেন এমনই একজন মানুষ যিনি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। সংগ্রামের মূর্ত একটা প্রতীক হিসেবেও মানুষ তাঁকে মনে রাখবেন চিরদিন। চির ভাস্বর হয়েও থাকবেন সংগ্রামী মানুষজনদের মানস হৃদয়ে। নিজ ভূমিতেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রাজনৈতিক পালা বদলের অনেক ঘটনাও। দেখেছেন মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে ব্রিটিশদের সেই আদিম লীলাও। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ কেমনভাবে ইংরেজদের হাতের পুতুলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন সেই দৃশ্যও সদা সর্বদাই ছবি হয়ে ভেসে বেড়াত তাঁর দুই চোখেরই সামনে।

সম্রাট বাহাদুর শাহেরই সভাকবি ছিলেন কবি মির্জা গালিব। সম্রাট নিজেও কবিতা লিখতেন। দরবারের অন্যান্য কবিদেরও উৎসাহ দিতেন। দিতেন যোগ্য মর্যাদাও। তাই সেইসময় মির্জা গালিব যেমন রাজদরবারে নিজেকে সঠিকভাবে প্রতিষ্টিত করতে পেরেছিলেন, ঠিক তেমনই তাঁর সান্নিধ্যলাভে সম্রাট নিজেও উপকৃত হয়েছিলেন। বিনিময়ে রাজ দরবার থেকে নিয়মিতভাবে পেতেন মাসোহারাও। কিন্তু রাজদরবারে সর্বদাই সতর্কও থাকতে হত তাঁকে। খুব বেশি কথাও বলতেন না তিনি। ইংরেজদের অধীনে থেকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ যে নিজের পায়েই কুড়ুল মারা সেটাও তখন বোঝা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাই কাব্যিক ভাষায় সবকিছু প্রকাশ করার ইচ্ছে থাকলেও রাজদরবারে চুপচাপ বসেই সময় কাটাতেন তিনি।

সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় শেষ হয়ে যায় বাহাদুর শাহের জমানাও। সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখে পড়েন মির্জা গালিবও। বন্ধ হয়ে যায় তাঁর ভাতাও। ফলে সেইসময় প্রচণ্ড আর্থিক সমস্যার মুখোমুখিও হয়েছিলেন তিনি। কোথায় থাকবেন, কি করবেন সেই মুহূর্তে সেটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাবনার মূল বিষয়বস্তুও। কারণ তাঁর পারিবারিক অবস্থাও তেমন একটা মজবুত ছিল না বলেই একরাশ চিন্তার জটও এসে বাসা বেঁধেছিল তাঁর মনেরই দুয়ারে।

১৭৯৭ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর জন্ম তাঁর আগ্রায়। তাঁর পূর্বপুরুষরা অবশ্য ভারতের বাসিন্দা ছিলেন না। সুদূর সমরকন্দ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন এদেশে। বসবাস শুরু করেছিলেন আগ্রায়। তারপর সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠেন তাঁরা।

অল্প বয়সেই বাবাকে হারান মির্জা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর। তাই অন্যের তত্বধানেই মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনা শুরু আগ্রাতেই। সেখানকার স্বনামধন্য পণ্ডিত আবদুস সামাদের অধীনে শুরু হয় তাঁর অক্ষরজ্ঞান।আরবি এবং ফারসি ভাষার উপর বিশাল দখলও ছিল তাঁর। সেই ভাষায় কবিতাও লিখতেন। আর গুরুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন তিনিও। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।

খুব অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। মাত্র তের বছর বয়সেই বিবাহ করেন গুমরাহ বেগমকে। তারপর আগ্রা ছেড়ে চলে আসেন দিল্লিতে। সেটা ১৮১১ সালের কথা। আর তারপর থেকে টানা পঞ্চাশ বছর সেই শহরেই কেটেছে তাঁর জীবন। দিল্লির সদা ব্যস্ত অঞ্চল চাঁদনী চকই তখন হয়ে ওঠে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। আর সেখানেই মন খুলে কবিতা লিখতেও শুরু করেন। একটু নিভৃতে থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। তাই প্রকাশের আলোয় আসতে তেমন একটা আগ্রহও ছিল না তাঁর। দিল্লির নতুন ঠিকানায় খুব সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছিল মির্জা গালিবের সেই সময়ের রোমাঞ্চকর দিনগুলো। কিন্তু হঠাৎ আসে বিশাল একটা পরিবর্তন। মাদক দ্রব্যের উপর বিশেষ আকর্ষণ জন্মাতে শুরু করে তাঁর। শুরু করেন নানান ধরনের নেশায় নিজেকে মত্ত রাখাও। তারমধ্যে মদ্য পানটাই ছিল তাঁর বেশি পছন্দের। আর নেশার ঘোরে থাকতে থাকতেই এক সময় আবার জুয়ার প্রতিও ঝুঁকে পারেন তিনি। খুঁজতে শুরু করেন নতুন নতুন জুয়ার ঠেকও এবং দু হাতে ওড়াতে থাকেন সঞ্চিত সমস্ত অর্থও।

সেইভাবে চলতে চলতে একটা সময় তিনি আবার এমনই বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন যে তখন আর ঠেকে গিয়ে মদ খাওয়া অথবা জুয়া খেলা, কোনটাই পছন্দ করতেন না তিনি। তখন বাড়িতেই বসত সেই আসর। সেখানেই ডেকে নিতেন ইয়ার দোস্তদের। ছুটত ফুর্তির ফোয়ারাও। আর সেটাকে তিনি কোন অপরাধ বলে মনেও করতেন না। সেখানে আসা যাওয়া করতেন সব ধর্মের মানুষজনই। বলাই বাহুল্য, সেই ব্যাপারে তিনি আবার ছিলেন ভীষণ উদারও। ছিল না ছোঁয়া - ছুঁয়ির বালাই কিংবা ধর্মের গোঁড়ামিও।

মদ, জুয়া এবং বন্ধুবান্ধব, এই নিয়েই কেটে যাচ্ছিল কবি মির্জা গালিবের সেইসময়ের দিনরাত্রি। সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল ইংরেজ রাজ দরবারেও। সতর্ক করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফ থেকেও। কিন্তু তাতে টনক নড়েনি তাঁর। ফলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মনস্থির করে ব্রিটিশ সরকার। সেটা ১৯৪১ সালের কথা। সরকার তাঁকে শেষ বারের মত সতর্ক করে, সেইসঙ্গে মোটা অংকের জরিমানাও। তাতেও কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি মির্জার। নানান ধরনের নেশা তখন তাঁকে এতটাই মোহগ্রস্থ করে তুলেছিল যে তাঁর নিজস্ব চরিত্রের কোন রকম পরিবর্তনই লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বদল করেছিলেন নেশার ঠেক সহ অন্যান্য সহযোগীও। দিল্লির কোতোয়াল ফৈয়াজ খানের বাড়িতে তখন নতুনভাবে শুরু হয়েছিল নেশার নির্দিষ্ট আখড়া।

তক্কে তক্কে ছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও। একসময় সেই আস্তানাতেই সদলবলে ধরা পড়লেন মির্জা গালিব। এবার আর কোন সতর্কবার্তা নয়। সোজা হাজতে। তারপর কারাদণ্ড, সেইসঙ্গে মোটা অংকের জরিমানাও।

কারাগারের অন্ধকার গহ্বরে তাঁর মনের মধ্যে জাগ্রত হয় পরিবর্তনের ছোঁয়া। দূরত্ব বাড়তে থাকে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার হয়ে ওঠেন অন্য এক মানুষও। আর ঠিক তখনই তাঁর মনের মধ্যে জাগ্রত হতে শুরু করে কবি সত্ত্বাও। জেলখানার মধ্যেই লিখতে শুরু করেন কবিতা সহ অন্যান্য আরও অনেক লেখাও। লিখতে আরম্ভ করেন চিঠিপত্রও। সেটাও তাঁর ছিল অনেক দিনেরই অভ্যাস।

তেমনই একটা চিঠিতে অনেক দিনের পুরাতন এবং অতি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে লেখেন মনের অনেক গোপন কথাও। এই পৃথিবীতে আর না থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেই সেদিন সেই চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর সেই প্রিয়জনকে। লিখেছিলেন তেমনই আরও অনেক চিঠি।

সেইসময়ের লেখা তাঁর অনেক কবিতার মধ্যেও ফুটে উঠেছিল সেই একই আকুতি।

অল্প দিনের মধ্যেই জেলখানার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিও পেয়েছিলেন তিনি। সেইসময় জীবন সম্পর্কে একটু উদাসীনই হয়ে উঠেছিলেন মেজাজি সেই মানুষটা। মুখোমুখি হয়েছিলেন আর্থিক সঙ্কটেরও। কিন্তু তখন তাঁর ভাগ্য তাঁকে ভীষণ সহায়তাও দিয়েছিল। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পাশে। তৈমুর বংশের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব তাঁকে দেন মোটা পারিশ্রমিকেরই বিনিময়ে।

আবার নতুনভাবে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেন কবি মির্জা গালিব। তখন একেবারে দুরন্ত গতিতেই ছুটে চলে তাঁর কলম। কিন্তু সেটাও সীমিত সময়েরই জন্য। মাঝখানেই থেমে যায় তাঁর সাহিত্যের সেই স্যন্দনও। ফলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেই জীবন কাহিনীও। বাদশাহ কিন্তু সেই লেখণীরও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেইসময় তিনি বুঝেও গিয়েছিলেন যে, এর বেশি আর কিছুই করা সম্ভব নয় মির্জার পক্ষে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগই আনেননি তিনি। বরং যতটুকু লেখা হয়েছিল সেটাই এনেছিলেন প্রকাশের আলোয় এবং মিটিয়ে দিয়েছিলেন প্রাপ্য অর্থও। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন নির্দিষ্ট একটা মাসোহারারও।

অতএব সেইসময় খাওয়া পরার জন্য আর কোন সমস্যারই মুখোমুখি হতে হয়নি মির্জাকে। ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনও। একসময় সেটাও বন্ধ হয়ে গেলে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ তাঁর দায়িত্ব নেন। ব্যবস্থা করেন ভাতারও। কিন্তু সেই সুখটুকুও সয়নি তাঁর। ১৬৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার অযোধ্যাকে নিজেদের দখলে আনলে বন্ধ হয়ে যায় সেই ভাতাও। ফলে অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খেতেও শুরু করেন তিনি। কিন্তু একেবারে হতাশগ্রস্থ হয়ে পড়েননি। কখনও লিখেছেন, কখনও থেমেছেন। জীবনটাও তাঁর কেটেছিল একেবারে জোয়ার ভাটার মতোই।

কলকাতাতেও এসেছিলেন মির্জা গালিব। ছিলেনও বেশ কয়েক দিন। হেদুয়া পার্কের কাছে বিডন স্ট্রিট ছিল তাঁর সেইসময়ের ঠিকানা। সেখানকার স্বচ্ছ আর খোলামেলা পরিবেশে তিনি নিজে নিজে তৃপ্ত অনুভবও করতেন। লেখালেখির কাজ চালাতেন একেবারে সময়ের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে। বলা যেতে পারে কলকাতার সেই জীবনটাই যেন তাঁর সাহিত্য জীবনেও এনে দিয়েছিল বিশাল এক পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত। নিজের আত্মকাহিনী মধ্যে তিনি স্বীকারও করেছেন সেই কথা। তিনি লিখেছেন কলকাতার বৃত্ত তাঁর অতি পরিচিত সাহিত্য জগতের থেকে অনেক অনেক আলাদা ধরণেরই। সেখানে আছে পরিপূর্ণ তৃপ্তির আস্বাদনও। আছে উপযুক্ত সম্মাননাও। নেই অপ্রয়োজনীয় রেষারেষিও।

কলকাতায় থাকতে থাকতেই তাই তিনি গভীরভাবে আপ্লুত হয়েই একটা চিঠিও লিখেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু আলি বক্সখানকে। লিখেছিলেন, কলকাতা জয় করেছে তাঁর মনপ্রাণ এবং সমগ্র হৃদয়টাকেও।

কলকাতায় থাকার সময় অনেক সাহিত্য সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, কলকাতার সেই আয়োজন দিল্লির থেকে একটু আলাদাই। সেটা মোটেও সৌজন্যমূলক নয়। সেটার মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আছে উদারতা এবং নমনীয়তাও। তাই কলকাতায় থাকাকালীন মির্জা গালিবের কাব্য ও সাহিত্য সত্ত্বা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েও পড়েছিল। এখান থেকেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর সেই কালজয়ী গ্রন্থ চিরাগ - ই - দাইর এবং বদ - ই - মুখলিফ। আবার কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার পর লিখেছিলেন অন্য আর একটা মূল্যবান গ্রন্থ সফর - এ - কলকাতা।

কলকাতাও তাই মনে রেখেছে তাঁকে। সাহিত্যের সেই অমর স্রষ্টাকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রিয় শহর কলকাতার নিউমার্কেটের পাশেই একটা রাস্তার নাম রাখা হয়েছে মির্জা গালিব স্ট্রীট। আগে সেই রাস্তা পরিচিত ছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, এই নামেই।

জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কিন্তু মোটেও সুখকর হয়ে ওঠেনি মির্জা গালিবের কাছে। ১৮৫৮ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন বাহাদুর শাহ। পুরো পরিবার সহ তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল সুদূর রেঙ্গুনে। ফলে সঙ্কট বাড়ে তাঁরও। বন্ধ হয়ে যায় সরকারি ভাতাও। সেটা নিয়েও অবশ্য টালবাহানা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। কখনও চালু ছিল। আবার কখনও বন্ধও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহর ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর ভীষণ সঙ্কটময় পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে।

আর সেইভাবে দিন কাটাতে কাটাতেই ১৮৬৯ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেন তিনি। দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারে তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানেই সমাহিত করা হয় তাঁকে।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে চাই ‘শিশু কাউন্সেলিং’-এর ব্যবস্থা

জয়দেব বেরা

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল সমাজেই শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দিয়েছে।ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও এই সমস্যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে।সম্প্রতি সময়ে কিশোর অপরাধ (Juvenile Delinquency) একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।শিল্পায়ন ও নগরায়নের অন্যতম কুফল হিসাবে এই কিশোর অপরাধের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।কিশোর অপরাধ বা কিশোর দুষ্ক্রিয়তা হল কিশোর -কিশোরীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বা আইন বিরোধী ও সমাজ বিরোধী কাজকর্ম।বর্তমান সময়ে নানান কারণে সমাজে কিশোর অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।পরিবেশ-পরিবারগত এবং অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি মূলত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ এই অপরাধের সঙ্গে অনেক বেশি সংযুক্ত।এখন গণমাধ্যমে চোখ রাখলেই প্রায়ই দেখা যায় কিশোর অপরাধের খবর।

এমনই একটি ভয়াবহ খবর চোখে পড়ল কিছু দিন আগে।খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায়(বুধবার,৭-ই ফেব্রুয়ারি,২০২৪ সাল)।যেখানে দেখা গেছে পুরুলিয়ার এক আবাসিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র/কিশোর স্কুলে ছুটি পাওয়ার আশায় ওই স্কুলের প্রথম শ্রেণির এক খুদে ছাত্রকে থেঁতলে খুন করেছে।এই ঘটনাটি সত্যিই খুব ভয়াবহ ও মর্মান্তিক একটি ঘটনা।তাই মনে প্রশ্ন জাগে, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের আজকের এই যুব সমাজ তথা কিশোর সমাজ?কিশোর-কিশোরীরা বাড়িতে /বিদ্যালয়ে ছোটো ছোটো(চুরি,মারামারি, নেশাকরা প্রভৃতি) অপরাধ থেকে শুরু করে খুন ও ধর্ষণের মত নানান ধরনের বৃহৎ অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।কিশোর-কিশোরীদের চিন্তা-ভাবনাগুলো দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।তারা নিজেদের অজান্তেই নানান ধরনের অপরাধ মূলক কাজে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়ছে।তাদের মধ্যে সঠিক সমাজিকীকরণ এর অভাব হয়ে যাচ্ছে।তাই কিশোর অপরাধকে প্রতিরোধ করতে হলে সমাজিকীকরণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে,বিদ্যালয়ে সামাজিক মূল্যবোধ যুক্ত শিক্ষা প্রদান করতে হবে,বিশেষ করে শিশু কাউন্সেলিং এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে।কারণ সঠিক সমাজিকীকরণ,কাউন্সেলিং ও সচেতনতাই এই কিশোর অপরাধকে হ্রাস করতে পারে।দেখা গেছে,অতিরিক্ত মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি, বিভিন্ন নেশা গ্রহণ,গেম খেলা,শাসনের অভাব এবং হিংসাত্মক সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল দেখা প্রভৃতির ফলে কিশোর -কিশোরীদের মনের মধ্যে এক “Self Conflict” বা ‘Personal Disorganization’ এর মত মনোভাব এর সৃষ্টি হচ্ছে।এর ফলে সামাজিক এবং মানসিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে।

তাই কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রোপার গাইডেন্স প্রদান করতে হবে,নানান বিষয়ে বিভিন্ন সমাজ সচেতন মূলক ক্যাম্প ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে,প্রত্যেক স্কুলে-ব্লকে এবং জেলায়-জেলায় ‘শিশু কাউন্সেলিং’ এর সেন্টার বৃদ্ধি করতে হবে।মূলত শিশুদেরকে কাউন্সেলিং করতে হবে প্রত্যেক সপ্তাহে-সপ্তাহে।এর ফলে তাদের তথা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে।তারা সমাজিক ও মানসিকভাবে সুস্থও থাকবে।এক কথায়,”সোশ্যাল ক্লিনিক” চাই প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।এর পাশাপাশি প্রত্যেক বাবা-মা কেও সর্বদা নিজের সন্তানদেরকে পর্যবেক্ষণ করে রাখতে হবে,সবসময় তাদের শারীরিক-সামাজিক ও মানসিক যত্ন নিতে হবে, শাসনের পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের এই সমস্ত বিষয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে ,ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান আর খারাপ কাজে শাসনও করতে হবে।অর্থাৎ একজন বাবা-মা’কেও শিশুর প্রাথমিক কাউন্সেলর হতে হবে।সচেতনতা,সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা এবং শিশু কাউন্সেলিং এর উপর যদি সরকারি-বেসরকারিভাবে গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে এই কিশোর অপরাধকে কিছুটা হলেও হ্রাস করা যেতে পারে।

অহংকারী প্রজাপতি

আহমাদ কাউসার

গল্প

কুমড়োর ফুলে প্রজাপতিটি বসেই দেখে ; একটি পিঁপড়া কুমড়োর লতায় পিল পিল করে হাঁটছে।প্রজাপতি পিঁপড়াকে জিজ্ঞেস করে,তুই এখানে কি করিস? খাবার খুঁজছি।

খাবার খোঁজার তুই আর জায়গা পেলি না?

কেন ভাই, আমরা তো সব জায়গায়তেই খাবার খুঁজি। তুই এখানে আছিস জানলে আমি এখানে আসতাম না। তোদের ছোট প্রাণীদের এ এক খারাপ স্বভাব, যেখানে সেখানে খাবার খুঁজিস।

প্রজাপতি পিঁপড়াটাকে তার ডানা দিয়ে আঘাত করে নিচে ফেলে দিল। পিঁপড়া কুমড়োর মাচার নিচে পড়ে গেল। এমন সময় একটি ফড়িং পিঁপড়ার কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ফড়িংকে দেখে পিঁপড়া বললো- শুন ভাই ফড়িং, প্রজাপতির এ কেমন আচরণ বলো।

কী হয়েছে?

আমি খাবারের খোঁজে কুমড়োর ফুলটার কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। কুমড়োর লতায় খাবার খুঁজছিলাম। প্রজাপতি আমাকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে এবং তার ডানা দিয়ে আঘাত করে এখানে ফেলে দেয়।

তুমি কষ্ট পেয়োনা পিঁপড়া ভাই, এই প্রজাপতি খুব অহংকারী, সে ছোট প্রাণীদের তুচ্ছ মনে করে। সেই কিছু দিন আগে একটি ফুল বাগানে একটি পিঁপড়াকে তোমার মতো ডানা দিয়ে আঘাত করে গাছ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। তুমি মন খারাপ করো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও।

ফড়িং পিঁপড়াকে স্বান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল।।পিঁপড়া-ও চলে গেল আরেক জায়গায় খাবার খুঁজতে। কিছুদিন পর সেই ফড়িংটি একটি ঝিঙে মাচার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল,নিচের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখে একটি বড় মাকড়সার জালে আটকে আছে সেই প্রজাপতিটি। ফড়িংকে দেখে প্রজাপতি বললো- ভাই ফড়িং আমাকে বাচাও! তুমি কীভাবে এখানে আটকালে?

ভাই, আমি এখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম,মাকড়সার জালটি খেয়াল করিনি।হঠাৎ আটকে গেছি।

আজকেই আটকালে?

না ভাই, দুই দিন হলো।

বল কী? আচ্ছা- আমি দেখছি কীভাবে তোমাকে উদ্ধার করা যায়। তাড়াতাড়ি কর ভাই,আমি ভীষণ বিপদে আছি।

আচ্ছা!তুমি টেনশন করো না,আমি তোমাকে উদ্ধার করবোই।

ফড়িং মনে মনে ভাবছে কীভাবে প্রজাপতিটাকে উদ্ধার করা যায়।মাকড়সার জালতো একমাত্র পিঁপড়াই কাটতে পারবে।

তাই ফড়িং দ্রুত উড়ে গেল সেই পিঁপড়ার কাছে।পিঁপড়া ফড়িংয়ের কথা শুনে তাড়াতাড়ি তার দলবল নিয়ে এলো প্রজাপতিকে উদ্ধার করতে।মাকড়াসার জাল কেটে উদ্ধার করলো প্রজাপতিকে।

ফড়িং প্রজাপতিকে বললো- শুন ভাই প্রজাপতি। তুমি যাকে ছোট বলে ঘৃণা কর এই পিপঁড়াই আজ তোমার প্রাণ রক্ষা করলো। আমি যখন তার কাছে তোমার বিপদের কথা বলেছি - সে কোন অভিযোগ ও অভিমান না করে তার দলবলসহ ছুটে এসেছে তোমাকে উদ্ধার করতে। ফড়িংয়ের কথা শুনে প্রজাপতি অনুতপ্ত হলো। পিঁপড়ার কাছে ক্ষমা চাইলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো আর কোন দিন ছোট বলে কাউকে অহংকার দেখাবে না।কাউকে কোন দিন ঘৃনা করবে না।

ছড়া-ছড়ি

আমার পিতা

গোপা সোম

পিতা মোর সত্যের পূজারী
সহজ সরল অতি,
মিথ্যার কাছে কভু তিনি,
শির করেননি নতি।
মুখের ভাষণ, খেলার ছলেও,
করেননি যে ভুল,
সত্যের প্রতি গভীর আস্থা,
হলেন তিনি অতুল।
মিথ্যাচারে করতেন ঘৃণা,
দেন নি কোনো প্রশ্রয়,
সদাই বলতেন যে মোদের,
সত্যেরই হবে জয়।
সত্য পথে পেলে কষ্ট,
যাবে না যে বৃথা,
পথের শেষে জয় সত্যেরি,
নজির যথা তথা।
সরকারী কার্য্যালয়েতে,
ছিলেন ছত্রিশ বছর,
সময়ানুবর্তী কাজে,
তিনি খুবই তৎপর।
কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন,
ন্যায়নিষ্ঠ যে অতি,
কর্তৃপক্ষের প্রশংসাপত্র,
তাঁর কাজের স্বীকৃতি।
ভালোবাসতেন মানুষজনে,
উদার ছিল তাঁর মন,
উজাড় করে দিতেন তিনি,
শেষ সম্বলের ও ধন।
নিজেদেরি ধানের ক্ষেতে,
যেতেন যে আল ধরে,
কোথা হতে ময়না এসে,
বসতো কাঁধের পরে।
পশু-পাখির প্রতিও তাঁর,
অগাধ ভালোবাসা,
পথের বিড়াল, পথের কুকুর,
করতো খাবার আশা।
বলতেন তিনি, সর্ব জীবে,
বিরাজিত ঈশ্বর,
ঈশ্বর সত্য, জগত মিথ্যা,
এ দেহতো নশ্বর,
মহাসপ্তমীর প্রাতেই,
দুর্গা পুজোর ধূমধাম,
মোর পিতা ত্যাজিলেন দেহ,
করি তাঁরে প্রণাম।

মিনির সংসার

শংকর সাহা

অণুগল্প

সেই শৈশবে বাবা মারা যাবার পর থেকে এ পাড়ায় নদীপাড়ের বস্তিতে মায়ের সাথে থাকতে শুরু করে মিনি। বড়ই ভদ্র ও নম্র স্বভাবের সে। এ পাড়ার সবাই ভালোবাসে তাকে। দেখতে দেখতে আজ সে আঠারোতে পা দিয়েছে। আগে মার সাথে হাটে হাটে গিয়ে শাক বিক্রি করে কোনোভাবে দুটো পেট চলে যেত। মাঝে মাঝে গাঙ্গুলী বাড়িতে কাজও করেছে সে।

কিন্তু আজ মার শরীর খারাপ হওয়ায় সব কাজ একা তাকেই করতে হয়। একদিকে সংসার খরচ, অন্যদিকে মায়ের ঔষধ তাই দুটি পয়সা বাড়তি রোজগেরের জন্যে একটু বাড়তি পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে।

মিনি এবার ভেবেছে, এখন ফেব্রুয়ারী মাস। অনেকেই তাদের প্রিয়জনদের গোলাপ উপহার দেন তাই শাকের দোকানে যদি কিছু গোলাপ ফুল রাখেন তবে দুটো পয়সা বাড়তি কিছু আয় হবে। কিন্তু গোলাপফুল গুলো কিনতেও তো লাগবে টাকা! ও পাড়ার হরিপদ কাকার কাছে অনুরোধ করে ত্রিশটি গোলাপ ফুল ধার করে নিয়ে আসে সে বলে বিক্রি করে পয়সা মিটিয়ে দেবেন।

এদিন সকাল সকাল কাজে বেড়িয়ে পড়ে মিনি। দোকানে সুন্দর করে সাঁজিয়ে রাখে ফুলগুলো। কিন্তু আশেপাশে যে অনেক ভালো ভালো দোকান আছে সেগুলো ছেড়ে কি তার ছোট্ট দোকানে কেউ আসবে কিনতে। দুই-একটি যদিও সবে বিক্রি হয়েছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মিনির দোকানের সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বছর সাতাশের যুবক নিখিলেশ।

মিনির দোকানের সামনে গিয়ে বলে, ‘ গোলাপ গুলো কত করে?’

‘কুড়ি টাকা বাবু’

যদি সবগুলো নিই ‘বাবু আপনি সবগুলো নেবেন? তবে আজ হয়তো মায়ের জন্যে ঔষধগুলো নিতে পারবো’

‘ঔষধ কেন? ওনি কী অসুস্থ? ‘ মিনির দিকে চেয়ে নিখিলেশ বলে।

‘হ্যাঁ,বাবু। মায়ের শরীরটি খুব খারাপ। ওনাকে ভালো ডাক্তার দেখাতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। তাই দুটো টাকার জন্যে এই গোলাপগুলো দোকানে বিক্রি করছি।যদি দুটো পয়সা আসে.. ‘

নিখিলেশ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। গোলাপ ফুলগুলোর দাম দিয়ে মিনির হাতে হাজার খানেক টাকা দেয় নিখিলেশ। মিনি নিতে ইতস্তত: বোধ করতে থাকে। মিনির দিকে চেয়ে নিখিলেশ বলে, ‘তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে মাকে খুব ভালোবাসো। তোমার এই লড়াইকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই হাজারখানেক টাকা রাখো?মাকে ভালো ডাক্তার দেখিও।’

নিখিলেশ গাড়িতে উঠে পড়ে। গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। মিনি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। চোখদুটো তার অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

খুঁজে পাওয়া

শীলা সোম

চশমাখানা কোথায় খুঁজতে সবাই হয়রান
চারিদিকেতে খুঁজেও কেউ না পায় সন্ধান।
গৃহকর্তা তিনি, সবে নিয়েছেন অবসর,
ভোলেভালা মানুষ তিনি রাগলে ভয়ংকর।
প্রতিদিনই ব্যাগ হাতে তিনি, যান বাজারেতে,
ছিটকে চশমা পড়ল কি সেথা, কোনোখানেতে?
খুঁজে আসেন তাই বাজারটা, এক চক্কর মেরে,
চশমা না হয় পাওয়া, হয়রানি যায় বেড়ে।
ডাকেন তিনি উচ্চ স্বরে বাড়ীর সবাইকে,
চশমা খানা গেল কোথায়, বলো একে একে।
সবাই থাকে চুপটি করে, ভয়ে করে না যে ‘রা’,
চশমার সন্ধানে তারা, করে শুধু ঘোরাফেরা।
বাড়ীর পুরনো চাকর, নাম তার সনাতন,
হাত জোড় করে বলে, বাবু, করি নিবেদন।
ভরসা যদি দেন, বলি তবে, সত্যকথাটাই,
চোখেতেই চশমা আপনার, ভুলে গেছেন তাই ।।

খোকার শিকারের রাস্তায়

রাজীব হাসান

ঠক ঠক আওয়াজে ছুটে এলো ঘোড়া
স্বাগত যে জানায় খোকা দিয়ে ফুলের তোড়া
আজ নাকি দূর বনে শিকার করতে যাবে
আশা আছে আজ হরিণের দেখা পাবে।
এই ভেবে যে খোকা শিকারীর বেশ ধরে
ঘোড়ার পিঠে চড়ে বনের পথেই ঘোরে
পথের মাঝে আলাপ খোকার শেয়ালের সাথে
সে নাকি খুব চিন্তাতে আজ ঘুমাইনি রাতে।
বনের ভেতর হিংস্র হাতির বেড়েছে উৎপাত
তাই তো শেয়াল ঘুমায়নি জেগে ছিলো রাত
এখন যে তার ঘুম পেয়েছে পথের ধারে এসে
ভয়ে আছে ঘুমে গেলে হাতি না চটকায় শেষে।

ছড়া-ছড়ি

বাংলা ভাষা

আতিক এ রহিম

হাঁটি হাঁটি পা পা করে
ভাষা এলো ঘরে
এই ভাষাকে আনতে গিয়ে
দামাল ছেলেরা মরে।
ফুলের কাছে পাখির কাছে
গিয়ে শুধায় আরও
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
সবার চেয়ে প্রিয়।
বাংলা ভাষায় শব্দ লিখে
ডাকি আরও মাকে
প্রাণটা সবার শীতল করে
জড়িয়ে ধরে বুকে।
বাংলা সবার প্রাণের ভাষা
কণ্ঠ ছাড়ি জোরে
কোথাও আছে এমন নজির
ভাষার তরে মরে!
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা ভালোবাসি
ভাষা নিয়ে দেখি আমি
স্বপ্ন রাশিরাশি।

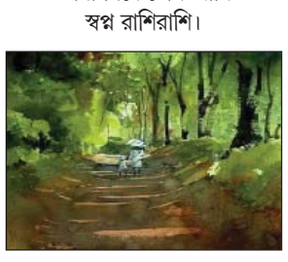

শিক্ষাগুরু

আদিবা তাবাসসুম

শিক্ষক আমার শিক্ষাগুরু
শিক্ষক আমার মা
তাহার কাছে জানতে পারি
যাহা অজানা।
শিক্ষক আমার চলার পথে
রহমতেরই নূর
সেই নূরেরী আলো দিয়ে
যাই যে বহুদূর।
শিক্ষক আমার ভুলের মাঝে
সঠিক সমাধান
আমার সকল জ্ঞানের আলো
তারই অবদান।

বাবার জন্য

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

বাবার হাতের কলমখানি
ভেঙে গেছে ভাই,
কলম কিনার মতো টাকা
বাবার কাছে নাই।
বাবার কষ্ট দেখে আমি
হাটে ছুটে যাই
হাটে গিয়ে ভাবছি টাকা
কার কাছেতে চাই?
ইচ্ছে করে ভিক্ষুক সেজে
পেতে দিলাম হাত,
বাপের জন্য হাত পেতেছি
যাবে কি কূলজাত?
ভিক্ষা করে হিসাব করছি
টাকা শত নয়
বাবার খুশির জন্য আমি
বিশ্ব করবো জয়।
কলম নিয়ে এসে বলি
বাবা তুমি কই
তাড়াতাড়ি আসো বাবা
নিয়ে তোমার বই।

বইমেলাতে যাই

আতিকুর রহমান

ওই দেখা যায় গ্রন্থ মেলা
জ্ঞানের ছড়াছড়ি
নতুন বইয়ের নতুন ছড়া
চলরে সবাই পড়ি।

নতুন বইয়ের ঘ্রাণ যে এসে
করবে নাকে খেলা
এ বই ও বই কিনে নেব
কাটিয়ে দেবো বেলা।

বেলা শেষে ফিরব ঘরে
একগাদা বই নিয়ে
আলোকিত করবো সমাজ
জ্ঞানের আলো দিয়ে।

রোজ নামচা!

অশোক পাল

একটা দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে
রাত কাটিয়ে ভোরের অপেক্ষায়
পরম যত্নে প্রহর গুনতে হয়
এমন করে অভ্যাসে বাঁচা প্রতিদিন।
এমনকি থাকতে থাকতেই প্রতি মুহূর্তে
চেনা অচেনা মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে
চলে যাচ্ছে অচেনায়
অন্য প্রানীরাও মৃত্যুর অধীন।
শুধু কবিতা লেখা হয়
ভালো ভাষা শেখা হয়
মানুষই কেবল ভালো ভাষায়
ভালো বাসতে পারে।
স্বপ্ন দেখে
স্বপ্নে বিভোর হয়ে
দুঃস্বপ্নের রোজনামচা লেখা মানুষ
একদিন স্বপ্নের পিছনে ছুটে যায়!
লেখা হয় সফলতার রোজনামচা!

আগামীর সকাল

ইলিয়াছ হোসেন

মনের জানালায় পুনঃপুন কড়া নাড়ে একগুচ্ছ ব্যর্থতা
কালো অক্ষরে সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ হয় হতাশা,
হিসাব কষে গড়মিল ধরা পড়ে বাস্তব বোধে
শেষতক অযাচিত মনে খেলা করে বিষন্নতা।
অতঃপর না পাওয়ার বেদনায় কেঁপে ওঠে বুকের জমিন
তৃষিত জীবনকে ঘুটঘুটে আঁধার অবিরত করে আনমনা
শুভ কামনা জানাতে কেউ নেই এই নিঠুর ধরাধামে
অবজ্ঞার হাসিতে হয়ে যাই পাথরের মতো ভাষাহীন,
যন্ত্রনায় কাতর দু’চোখ চারদিকে দেখে অবহেলার পাহাড়
বুঝতে বাকি নেই কখনো আসবে না আগামীর সকাল।

জর্ডানের রূপকথা নাকি কাতারের টানা দ্বিতীয়

আপনজন ডেস্ক: ৪০০ কোটির বেশি মানুষের মহাদেশ। সেই মহাদেশের ফুটবল-শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত লড়াইটা এমন দুই দেশের মধ্যে হচ্ছে, যাদের মিলিত লোকসংখ্যা টেনেটুনে দেড় কোটির মতো।

কোনো দেশের জনসংখ্যা কমবেশির সঙ্গে তাদের ফুটবল-সামর্থ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে বেশি মানুষের দেশ ফাইনালে থাকা মানে উন্মাদনা-উত্তেজনাটাও বেশি থাকা। সেই অর্থে, দোহায় আজ এশিয়ান কাপের ফাইনাল অন্তত আয়োজকদের জন্য কিছুটা হয়তো 'অপ্রত্যাশিতই'।

জর্ডান অথবা কাতারের সেসব নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে! দুই দেশ আজ ৮৯ হাজার ধারণক্ষমতার লুসাইল স্টেডিয়ামে নামবে দুই রকম স্বপ্ন নিয়ে। জর্ডান তো ফাইনাল পর্যন্ত আসার পথেই ইতিহাস গড়েছে। মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালের বাধাই তারা পেরিয়েছে এবার প্রথম। ফাইনাল জিতলে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৮৭ নম্বরে থাকা দেশটির গল্পটা রূপকথার চেয়ে কম কিছু হবে না।

র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৮ নম্বর কাতারের জন্য অবশ্য এটা খুব চেনা মঞ্চ। এই টুর্নামেন্টে তারাই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। ২০০৪ সালে জাপানের পর প্রথম ও সব মিলিয়ে পঞ্চম দেশ হিসেবে শিরোপা ধরে রাখার সুযোগ তাদের সামনে। কাগজে-কলমেও বেশ এগিয়ে প্রতিপক্ষের চেয়ে, আর নিজের মাঠে ফাইনাল খেলার বাড়তি সুবিধা তো আছেই।

তবে ফাইনালে ওঠার পথে জর্ডান কাগজ-কলমের এমন অনেক হিসাব ভুল প্রমাণ করেছে। শেষ ষোলোতে ইরাক ও সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশিয়ার দুই পরাশক্তিকে হারিয়ে আসা জর্ডানের মূল শক্তির জায়গাটা বোঝা যাবে তাদের লেফটব্যাক সালিম-আল-আজালিনের কথা থেকে, 'আমরা পুরো দল একই হৃদয়, একই আত্মা হয়ে খেলি। এতটাই ঐক্যবদ্ধ আমরা।'

অথচ এই জর্ডানই গত বছর ৭টি ম্যাচ খেলে একটাও জেতেনি, হেরেছে ৬ ম্যাচেই। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলের মরোক্কান কোচ হুসেইন আম্মোতাকে ছাঁটাই করার দাবিও উঠেছিল তখন। এশিয়ান কাপে এসে সেই সমালোচকদের একটা জবাব দিতে পেরে আম্মোতা বেশ খুশি, 'এটা আমার জন্য ব্যক্তিগত একটা চ্যালেঞ্জও ছিল। আশা করছি, ফাইনালের প্রথম বাঁশি বাজার পর থেকেই আমরা তৈরি থাকব এবং সমালোচকদের আরও একবার জবাব দিতে পারব।'

তাঁর প্রতিপক্ষ, কাতারের স্প্যানিশ কোচ 'টিনটিন' মার্কেজ লোপেজও দাঁড়িয়ে কোচিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জনের সামনে। তবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ঘরের মাঠে শিরোপা ধরে রাখতে না পারলে সেটা যে তাঁরই বিশাল এক ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হবে, এটাও ভালোই জানেন। নিজেই তাই বলেছেন, 'স্পেনে একটা কথা আছে, দ্বিতীয় হওয়া মানে হেরে যাওয়াদের মধ্যে প্রথম হওয়া।'

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাকি তিন টেস্টের দল ঘোষণা, নেই কোহলি-শ্রেয়াস

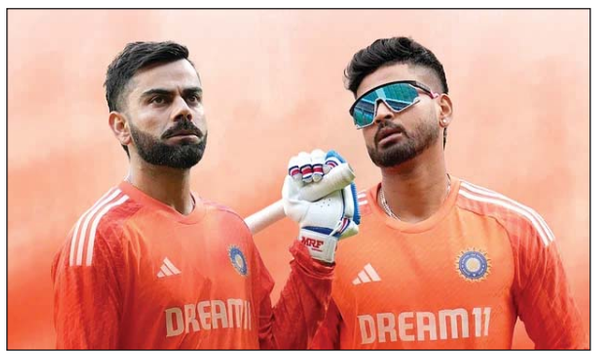

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে বাকি তিন টেস্টের স্কোয়াড আজ ঘোষণা করেছে। বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই স্কোয়াডের নিচে দুটি 'নোট' রাখা হয়েছে।

প্রথমটি, 'ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের বাকি সময়ে পাওয়া যাবে না বিরাট কোহলিকে। বোর্ড কোহলির সিদ্ধান্তকে সম্মানের সঙ্গে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।' অর্থাৎ ভারতের সংবাদমাধ্যমে এর আগে যে গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল, সেটাই সত্যি—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজে দেখা যাচ্ছে না কোহলিকে।

বিসিসিআইয়ের দ্বিতীয় 'নোট' রবীন্দ্র জাদেজা এবং লোকেশ রাহুলকে নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ফিটনেস নিয়ে বিসিসিআইয়ের মেডিকেল দলের ছাড়পত্র দেওয়ার ওপর রবীন্দ্র জাদেজা ও লোকেশ রাহুলের খেলা নির্ভর করছে।'

এই দুই ক্রিকেটারকেই বাকি তিন টেস্টের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নিয়েও ভারতের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, ফিট হয়ে তাঁরা দলে ফিরলেও সবার আগে ফিটনেস টেস্টে পাস করতে হবে। তবে এই তিন টেস্টের স্কোয়াডে কোহলির না থাকার ব্যাপারটি অনেকটা প্রত্যাশিত হলেও বড় খবর।

ক্যারিয়ারে এই প্রথম ঘরের মাঠে কোনো টেস্ট সিরিজে খেলতে দেখা যাবে না কোহলিকে।

শ্রেয়াস আইয়ার চোটের কারণে বাকি তিন টেস্টের এই ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা পাননি। তাঁকে না পাওয়ার ব্যাপারটিও আগেই জানিয়েছিল ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। এখন তিনি বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসনে আছেন। হায়দরাবাদ এবং বিশাখাপট্টনম টেস্টে ব্যাট হাতেও ভালো করতে পারেননি শ্রেয়াস। হায়দরাবাদে ৩৫ এবং ১৩, বিশাখাপট্টনমে ২৭ এবং ২৯ রান করে আউট হন তিনি। পেসার আকাশ দীপ প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন টেস্ট দলে। গত ২২ জানুয়ারি প্রথম টেস্ট শুরুর তিন দিন আগে ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুই টেস্ট থেকে কোহলির সরে যাওয়ার কথা জানায় বিসিসিআই। দলের সঙ্গে যোগ দিতে সেদিন সকালে হায়দরাবাদে পৌঁছালেও আবার ফিরে যান কোহলি। বিসিসিআই তখন বলেছিল, ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোহলি।

আজ ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বিসিসিআইয়ের স্কোয়াড ঘোষণার আগেই জানিয়ে দেয়, সিরিজের বাকি তিন টেস্টেও দেখা যাবে না কোহলিকে। এই সিদ্ধান্ত কোহলি নিজেই বিসিসিআই এবং জাতীয় সিনিয়র নির্বাচক কমিটিকে জানিয়েছেন।

ভারতের টেস্ট দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেলেন আকাশ দীপ ভারতের টেস্ট দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেলেন আকাশ দীপরয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকোটে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। রাঁচিতে চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ধর্মশালায় সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টটি আগামী ৭ মার্চ শুরু হবে। সিরিজে আপাতত ১-১ ব্যবধানে সমতায় ভারত ও ইংল্যান্ড।

ভারতের টেস্ট স্কোয়াড: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশপ্রীত বুমরা, যশস্বী জয়সোয়াল, শুবমান গিল, লোকেশ রাহুল, রজত পাতিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, কে এস ভরত, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ।

৯৯.৯৯ শতাংশ সম্ভাবনা সিটি ট্রেবল জিতবে না, বললেন গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: গত মৌসুমটা ম্যানচেস্টার সিটির জন্য ছিল স্বপ্নের মতো। সেবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং এফএ কাপ জিতে ঐতিহাসিক 'ট্রেবল' জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছিল পেপ গার্দিওলার দল। চলতি মৌসুমেও এখন পর্যন্ত ট্রেবল জয়ের দারুণ সুযোগ আছে সিটির। তিনটি প্রতিযোগিতাতেই বেশ ভালোভাবে শিরোপা দৌড়ে আছে তারা।

তবে এবার সিটির ট্রেবল জেতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন খোদ গার্দিওলাই। সিটি কোচ বলেই দিয়েছেন, তিনি ৯৯.৯৯ শতাংশ নিশ্চিত যে সিটি এবার ট্রেবল জেতার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না। কে জানে, সমর্থকদের প্রত্যাশার পারদটাকে সীমার মধ্যে রাখতেই গার্দিওলা এমন মন্তব্য করেছেন কি না!

প্রিমিয়ার লিগে আজ সন্ধ্যায় ঘরের মাঠে এভারটনের মুখোমুখি হবে সিটি। এ ম্যাচে জিততে পারলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে আসবে গার্দিওলার দল। এমন পরিস্থিতিতে গার্দিওলা কি আবার ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন দেখছেন? তাঁর উত্তর, 'এটা একটি রূপকথা। এটা তার চেয়ে কঠিন। আমরা এভারটনকে হারানোর চেষ্টা করব এবং তারপর কী হয়, দেখব।

৯৯.৯৯ শতাংশ সম্ভাবনা আছে যে আমরা ট্রেবল জিতব না। কারণ, কেউ কখনোই এটি করে দেখাতে পারেনি।'

কাজটা কত কঠিন, তা মনে করিয়ে দিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, 'এটা যদি সহজ হতো, অন্য কোনো দল এটি করে দেখাত। সে সময় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (সিটির আগে একমাত্র ট্রেবলজয়ী দল) করতে পারত। এটা সহজ নয়। এ কাজে সবকিছুই কঠিন।'

নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে গার্দিওলা আরও বলেছেন, 'আমরা অতীতে কী করেছি, তা কোনো কিছুর নিশ্চয়তা দেয় না। আপনাকে প্রতি তিন দিন অন্তর কাজগুলো আবার করে দেখাতে হবে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য। আশা করি, আমরা মার্চ-এপ্রিল মাসের একই অনুভূতি নিয়ে মে মাসে শিরোপা লড়াইয়ে নামতে পারব।'

এ মৌসুমে চোটের কারণে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিটি। মাঝে দলের অন্যতম তিন সেরা তারকা কেভিন ডি ব্রুইনা, আর্লিং হলান্ড ও জন স্টোনসকে পায়নি তারা। তবে তিনজনই এখন ফিরে এসেছে। সর্বশেষ ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে ইতিহাদের ক্লাবটি। এভারটন ম্যাচেও আশাবাদী হওয়ার মতো খবর আছে গার্দিওলার জন্য। ২০১০ সালের পর সিটির মাঠ থেকে কখনোই জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি এভারটন। এরপরও গার্দিওলা অবশ্য সতর্ক থাকার কথা বলেছেন, 'এটা বিপজ্জনক দল।'

মুর্শিদাবাদ গভর্নমেন্ট মডেল মাদ্রাসার স্পোর্টস

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত বাদশাহী রোড (বঞ্জেটিয়া)আজ সকাল ১১ টা থেকে মুর্শিদাবাদ গভর্মেন্ট মডেল মাদ্রাসা অ্যানুয়াল স্পোর্টস, হয়ে গেলো নিজস্ব খেলার মাঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত, ও ,(পতাকা উত্তোলন রেনুকা খাতুন করেন), জাতীয় সঙ্গীত মাধ্যমে খেলার শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জানান ৭৬ খেলায় প্রদর্শনী, যোগা রান ছাত্র ছাত্রী,অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা , সকল স্তরের কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ,পুরস্কৃত, করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রেণুকা খাতুন, জেলা আধিকারিক সংখ্যালঘু বিষয়ক (ডিও-এমএ)। প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ওয়াইতুজামান আব্দুল রকিম, প্রাক্তন Dic, সৈয়দ নূরে খোদা

৩ কোটিতে শামার জোসেফ এবার আইপিএলে

আপনজন ডেস্ক: যেন স্বপ্নের মতো এক সময় কাটছে শামার জোসেফের।

গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অভিষেক সিরিজে সাড়া ফেলা এই ক্যারিবীয় পেসার একের পর এক সুখবরের ধারায় এবার নাম লিখিয়েছেন আইপিএলে। তিন কোটি রুপিতে জোসেফকে দলে ভিড়িয়েছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। আজ আইপিএলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইংলিশ পেসার মার্ক উডের বদলি হিসেবে নেওয়া হয়েছে জোসেফকে।

২৪ বছর বয়সী জোসেফ এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। সেটা গত বছর সিপিএলে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে। যদিও দুই ম্যাচে ৮ ওভার বল করে একটি উইকেটও পাননি। তবে জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ জোসেফকে আলোচনায় নিয়ে আসে। গ্যাবায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৮ রানের জয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭টিসহ সিরিজে নেন ১৩ উইকেট। হন সিরিজ-সেরাও।

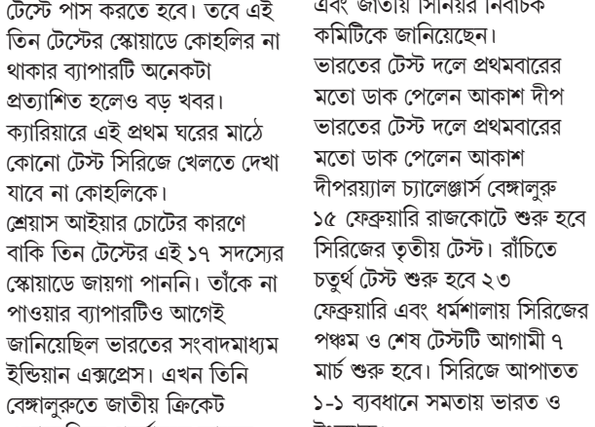

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে সাড়া জাগিয়ে পিএসএলের দল পেশোয়ার জালমিতে চুক্তিবদ্ধ হন জোসেফ। ইংলিশ পেসার গাস অ্যাটকিনসনের বদলি করা হয় তাঁকে। জোসেফের খেলার কথা ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলা আইএল টি-টোয়েন্টিতেও। তবে টেস্টে সিরিজে পায়ে ব্যথা পাওয়ায় পরে আর খেলেননি।

এরই মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি পেয়েছেন জোসেফ। সাদা বলের ক্রিকেটের কোচ ড্যারেন স্যামি জানিয়েছেন, জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্যও তাঁকে ভাবা হচ্ছে। একের পর এক ভালো খবরের ধারায় এবার আইপিএলেও অভিষেক হতে যাচ্ছে তাঁর।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগটির এবারের আসর শুরু হবে মার্চের শেষ দিকে। লক্ষ্ণৌর নেতৃত্বে আছেন লোকেশ রাহুল, কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। সতীর্থ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিকোলাস পুরান ও কাইল মায়ার্সদের পাবেন জোসেফ।

পাঁচলায় দুদিনের স্বামী প্রনবানন্দ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাংলাকে এক সময় বলা হতো ফুটবলের মক্কা। সেই বাংলায় ফুটবলের গরিমা ফিরিয়ে আনতে যুবকদের ফুটবল খেলায় আগ্রহী করে তুলতে হাওড়ায় পাঁচলায় 'সুচেতনা' নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে শুরু হল দুদিনের ফুটবল প্রতিযোগীতা। এলাকার ছেলেদের বিভিন্ন দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। শনি ও রবিবার দুদিনের স্বামী প্রনবানন্দ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ।

তিনি বলেন, যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই যুবকদের আরও শক্তিশালী করে তুলতে খেলাধুলার উপর জোর দেওয়া দরকার।

উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী মহাদেবানন্দ মহারাজ ও সুচেতনার সেক্রেটারি অনুশ্রী মুখার্জি।

সান্তোসে ফিরছেন নেইমার

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসে উত্থান হয় নেইমারের। সান্তোস থেকে বার্সেলোনা, পিএসজি হয়ে নেইমার এখন আল হিলাল এফসিতে। সৌদি প্রো লীগ ছেড়ে নেইমার ফিরতে পারেন নিজের পুরনো ক্লাব সান্তোসে। এমন খবর দিয়েছেন সান্তোস সভাপতি মার্সেলো টিসেরা।

চোটের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের বাইরে রয়েছেন নেইমার। সারছেন পুনার্বাসন প্রক্রিয়া। ব্যস্ততা না থাকায় বুধবার ব্রাজিলের ঘরোয়া লীগে সান্তোস বনাম করিন্থিয়ান্স ম্যাচ দেখতে যান নেইমার। সেই ম্যাচের পরই নেইমারের সান্তোস গমনের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন ক্লাব সভাপতি টিসেরা। তিনি বলেন, 'তার (নেইমার) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা হয়েছে। যদিও সংক্ষিপ্ত কথাই বেশি ফলপ্রসু হয়। এখানে (সান্তোস) খেলতে হলে, তার আগে ভালোভাবে সুস্থ হতে হবে।'

সভাপতি টেক্সেইরার কথায় স্পষ্ট যে, নেইমারকে নিয়ে পরিকল্পনা করছে সান্তোস। গত ২২শে নভেম্বর লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হয় ব্রাজিল। আলবিসেলেস্তেদের ১-০ গোলের জয়ের ম্যাচে লিগামেন্টের ইনজুরিতে পড়েন নেইমার। গুরুতর চোটে এরপর আর মাঠে নামতে পারেননি আল হিলাল তারকা। খেলতে পারবেন না আসন্ন কোপা আমেরিকাতেও। গত বছর পিএসজি ছেড়ে সৌদি প্রো লীগের দল আল হিলাল এফসিতে যোগ দেন নেইমার। চোটের কারণে দলটির হয়ে মাত্র ৫ ম্যাচ খেলতে পেরেছেন তিনি। পাঁচ ম্যাচে অবশ্য নিজের উপস্থিতির জানান দেন নেইমার। এক গোলের সঙ্গে করেন তিন অ্যাসিস্ট।

অনুষ্ঠিত হল বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সোমবার অনুষ্ঠিত হলো বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শনিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা বিবি এবং ১১ নম্বর অশোকগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুলি মূর্মু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অসীম তপস্বী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস, চিত্র প্রতিম মুখোপাধ্যায়, আব্দুল আজিজ মিয়া সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলে মোট দশটি বিভাগে প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার শেষে পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

এবিষয়ে প্রাক্তন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অসীম তপস্বী জানান, 'ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ্য দেহ, সুস্থ মোনের বিকাশ ঘটানোর জন্য পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque